POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

এবং যাহারা মন্দ কাজ করে এবং ইহার পর তওবা করে এবং ঈমান আনে, নিশ্চয় তোমার প্রভুই ইহার পর অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

(সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৪)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 37

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 14 Sep, 2023 27সফর 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

ঋণ থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া।

২৪১৯) হযরত কাআব (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মসজিদে (হযরত আব্দুল্লাহ্) বিন আবু হারাদ (রা.) এর কাছে তাঁর পাওনা ঋণের কথা বলেন। তাঁদের কথাবার্তা এত উচ্চকণ্ঠের ছিল যে, রসুলুল্লাহ (সা.)-এর কানেও তাদের কথা পৌঁছে যায়। যদিও তিনি (সা.) নিজের বাড়িতে ছিলেন। কথা শুনে তিনি তাদের কাছে আসেন এবং নিজের কক্ষের পর্দা সরিয়ে ডাক দেন- 'কাআব!' তিনি বললেন, হে রসুলুল্লাহ! আমি উপস্থিত আছি। তিনি (সা.) বললেন- আপনি এই ঋণের মধ্য থেকে এতটা ছেড়ে দাও এবং ইঙ্গিতে বললেন 'অর্ধেক'। হযরত কাবাআব বললেন, হে রসুলুল্লাহ্ ! আমি ছেড়ে দিয়েছি। তখন তিনি (সা.) (আব্দুল্লাহকে) বললেন- উঠ এবং এর ঋণের অর্থ ফেরত দাও।

বা-জামাতের নামাযের গুরুত্ব

২৪২০) হযরত আবু হুরাইরায় (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) বলেছেন- আমি মনস্থির করেছিলাম নামায শুরু করার আদেশ দিয়ে এমন মানুষদের বাড়িতে যাই যারা নামাযে হাজির হয় না এবং বাড়ির ভিতরে থাকা অবস্থায় বাইরে থেকে তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিই।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল খুসুমাত)

আমার মতে দোয়া থেকে শত্রুদের বঞ্চিত করা উচিত নয়। দোয়া যত ব্যপক হবে ততটাই দোয়া প্রার্থনাকারীর কল্যাণ হবে। আর কেউ দোয়ার ক্ষেত্রে যতটা কার্পণ্য করবে সে ততই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য থেকে দূরে সরে যাবে। বস্তুত, খোদা তা'লার দান অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। যে ব্যক্তি একে সীমিত করে তার ঈমানও দুর্বল হয়ে থাকে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

স্মরণ রেখো, সহানুভূতি তিন প্রকারের। প্রথমত, বাহ্যিক বা শারিরিক, দ্বিতীয়ত আর্থিক, তৃতীয়ত প্রকারের সহানুভূতি হল দোয়া, যাতে না থাকে অর্থ ব্যয় হয়, না শক্তি ব্যয় হয়। কিন্তু এর কল্যাণ সুবিস্তৃত। কেননা বাহ্যিক বা দৈহিক সহানুভূতি মানুষ কেবল সেই অবস্থাতেই করতে পারে যখন তার মধ্যে শক্তি থাকে। যেমন একজন দুর্বল ও অক্ষম মিসকীন যদি কোথাও পড়ে থাকে, তবে কোন ব্যক্তি, যার নিজের মধ্যেই শক্তি নেই, কিভাবে সেই মিসকীনকে উদ্ধার করতে পারে? অনুরূপভাবে যদি কোন অসহায় মানুষ অনাহারে দিন কাটায় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থসম্পদ হাতে না থাকে কেউ কিভাবে তার তাকে সাহায্য করতে পারে? কিন্তু দোয়ার মাধ্যমে সহানুভূতি এমন এক সহানুভূতি যেক্ষেত্রে সম্পদ বা শক্তি-কোনওটারই প্রয়োজন নেই। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মানুষ থাকে সে অপরের জন্য দোয়া করতে পারে এবং তার উপকার করতে পারে। এই সহানুভূতির কল্যাণ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। আর মানুষ যদি এই সহানুভূতিকে কাজে না লাগায় তবে বুঝতে হবে সে অত্যন্ত হতভাগা।

আমি বলেছি, আর্থিক ও দৈহিক সহানুভূতির ক্ষেত্রে মানুষের বাধ্যবাধকতা থাকে, সীমাবদ্ধতা থাকে। কিন্তু দোয়ার মাধ্যমে সহানুভূতি করার ক্ষেত্রে কোন বিবশতা থাকে না। আমার মতে দোয়া থেকে শত্রুদের বঞ্চিত করা উচিত নয়। দোয়া যত ব্যপক হবে ততটাই দোয়া প্রার্থনাকারীর কল্যাণ হবে। আর কেউ দোয়ার ক্ষেত্রে যতটা কার্পণ্য করবে সে ততই আল্লাহ তা'লার নৈকট্য থেকে দূরে সরে যাবে। বস্তুত, খোদা তা'লার দান অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। যে ব্যক্তি একে সীমিত করে তার ঈমানও দুর্বল হয়ে থাকে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৭৯)

আমার সম্মানীয় শিক্ষক হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেব (রা.) এখানে রূহ বা আত্মার অর্থ করতেন ঐশী বাণী। আর এই অর্থটি উপরোক্ত সমস্ত অর্থ থেকে শ্রেয় এবং সব থেকে বেশি সঠিক। কেননা, এর এর পূর্বে ও পরের আয়াতেও কুরআন করীমেরই উল্লেখ রয়েছে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৬ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন:

তারা তোমাকে আত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে আত্মা কি? মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকে বলেছেন এর অর্থ জিব্রাইল এবং অনেকে বলেছেন এর অর্থ কুরআন করীম। কেননা এর পূর্বে এবং পশ্চাতে কুরআন করীমের উল্লেখ রয়েছে। (বাহরে মুহীত) অনেকে এর দ্বারা ফিরিশতাদের বুঝিয়েছেন, যাদের উপর পৃথিবীর সৃষ্টির দায়িত্বভার ছিল। অনেকে বলেছেন, প্রত্যেক ফিরিশতাকেই রূহ বা আত্মা বলা হয়ে থাকে। কিছু ব্যাখ্যাকারীর মতে এক বিশেষ ফিরিশতা যাকে আল্লাহ তা'লা কেবল নিজের তসবীহ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।কেউ কেউ এই রেওয়ায়েতকে সাহাবাদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন বলেছেন এর একশটি মাথা রয়েছে, প্রতিটি মাথায় একশটি করে মুখ রয়েছে আর প্রতিটি মুখে একশটি করে জিহ্বা রয়েছে এবং প্রতিটি জিহ্বা একশটি করে ভাষায় খোদার প্রশংসাকীর্তন করছে। সম্ভবত তারা এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে ধারণা করে নিয়েছেন যে, এভাবেই যথাযথভাবে খোদা তা'লার প্রশংসার করার কাজ সম্পন্ন হবে। অথচ, এই প্রশংসা কীর্তনের চেয়ে ঢের বেশি প্রশংসা কীর্তন করে আঁ হযরত (সা.)-এর উম্মত। সারা বিশ্বে মুসলমানরা ছড়িয়ে আছে, যারা হাজার হাজার ভাষায় কথা বলেন, এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাষায় খোদা তা'লার প্রশংসা কীর্তন করে থাকেন। আমার সম্মানীয় শিক্ষক হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেব (রা.) এখানে রূহ বা আত্মার অর্থ করতেন ঐশী বাণী। আর এই অর্থটি উপরোক্ত সমস্ত অর্থ থেকে শ্রেয় এবং সব থেকে বেশি সঠিক। কেননা, এর এর পূর্বে ও পরের আয়াতেও কুরআন করীমেরই উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই আয়াতটি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এর অর্থ করেছেন, মানবাত্মা। তিনি বলেছেন, এই আয়াতে আত্মার বিষয়ে অনেক তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনা করেছেন।

এই আয়াতে যে বলা হয়েছে যে, লোকে আত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন করে, এ সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। কিছু কিছু হাদীসে লেখা হয়েছে যে, এই প্রশ্ন ইহুদিরা করেছিল মদিনাতে। কিন্তু এর বিপরীতে একথাও বলা হয় যে, এটি মক্কায় নাযেল হয়েছিল। এর উত্তরে তারা বলেন, সূরাটির কয়েকটি আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। (কিন্তু যেমনটি আমি উপরে বর্ণনা করেছি, তা সঠিক নয়।)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৭ জুন ২০২৩
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

"মুঝকো কাফের কেহ কর আপনে কুফর পর করতে হ্যাঁ মোহর/
ইয়েহ তো হ্যায় সব শকল উনকি, হাম তো হ্যাঁ আয়না দার।
[হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত মুনসিফ পত্রিকার পক্ষ থেকে আরোপিত জামাত আহমদীয়া মুসলেমার বিরুদ্ধে অপবাদসমূহের উত্তর।

সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়াকফ বোর্ডের পক্ষ থেকে জামাত আহমদীয়া মুসলিমাকে অমুসলিম ঘোষণা দেওয়ার প্রেক্ষিতে সংখ্যা লঘু বিষয়ক মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ওয়াকফ বোর্ডকে সতর্ক করে বরেন, কাউকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করা ওয়াক বোর্ডের কাজ নয়। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ওয়াকফ বোর্ডের সমর্থনে এবং জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধে অনেক কিছু লেখালেখি করেছে। হায়দরাবাদ থেকে প্রকাশিত মুনসিফ পত্রিকা ২৫ শে জুলাই তারিখের প্রকাশনায় সম্পাদকীয় কলামে এবং জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ নিজেদের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর উপর যে সমস্ত আপত্তি করেছে সেগুলি আমরা প্রকাশ করেছি। এখন আমরা সর্বপ্রথম হায়দরাবাদের মুনসিফ পত্রিকার আপত্তিসমূহের উত্তর লিপিবদ্ধ করছি। পত্রিকাটি লিখেছিল-

*জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ, জামাত ইসলামী, জমিয়তে আহলে হাদীস, সুন্নী উলেমা কাউন্সিল এবং বিশেষভাবে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের দায়িত্ব হল মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদের অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে বিশ্বাস এবং অতীতে ইংরজেদের সঙ্গে মিলে করা ষড়যন্ত্রের বিষয়ে মানুষকে অবগত করানো।

* মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেকে মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দিস, মাহদী, মসীহ্‌র প্রতিরূপ, মসীহ, ছায়া নবী, মহম্মদ (সা.)-এর প্রতিরূপ, এমনকি খোদা হওয়ার দাবি করেছে।

* কাদিয়ানীরা নিজেরা আমাদের মুসলমানদেরকে মুসলমান মনে করে না, তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানেরা কাফের। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার রচনা 'তাযকেরা' পুস্তকের ৫১৯ পৃষ্ঠায় এই ফতোয়া দিয়েছেন যে, খোদা তা'লা তা'লা আমার উপর প্রকাশ করেছেন যে, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার কাছে আমার আহ্বান পৌঁছনোর পরও আমাকে গ্রহণ করে নি সে মুসলমান নয় আর খোদার নিকট সে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে।

* আরও এক স্থানে মির্যা সাহেব লেখেন- এখন স্পষ্ট যে, এই ইলহামগুলিতে আমার সম্পর্কে বার বার বলা হয়েছে যে এ হল খোদার প্রেরিত, প্রত্যাদিষ্ট, এবং বিশ্বস্ত। এ যা কিছু বলে তার উপর ঈমান আন আর তার শত্রুরা জাহান্নামী।

* অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে জামাত আহমদীয়া এবং জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা কি আকিদা পোষণ করে,অনুরূপভাবে জামাত আহমদীয়া কিম্বা জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ ও মাহদী মওউদ (আ.) ইংরেজদের সঙ্গে মিলে কোন ষড়যন্ত্র রচনা করেছিলেন- সে বিষয়ে পত্রিকার সম্পাদক কোন আলোকপাত করেন নি, যার কোন উত্তর আমরা দিতে পারি। এমন অযৌক্তিক কথার আমরা কিই বা উত্তর দিব। প্রত্যেক ন্যায়পরায়ন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি এমন অযৌক্তিক বিষয়কে উপেক্ষা করবে যার মধ্যে মিথ্যার সংমিশ্রন আছে বলে সন্দেহ থাকে এবং যে কথার স্পষ্টীকরণ করা হয় নি।

অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস, সকল ধর্ম খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এসেছে। কিন্তু কালের প্রবাহে তাতে বিকৃতি এসেছে এবং তাতে মানুষের হস্তক্ষেপ ঘটেছে। কুরআনীয় শিক্ষানুসারে প্রত্যেক জাতি ও যুগে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে নবী ও রসুল এসেছেন। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন- 'ওয়ালি কুল্লি উম্মাতির রাসুল'। (ইউনুস:৪৮) এবং বলেন- 'ওয়ালি কুল্লি কাউমিন হাদ' (সূরা রাআদ: ৮) কুরআন করীমের এই নীতিগত ঘোষণার আলোকে আমরা রাম এবং কৃষ্ণকে আল্লাহ্‌র নবী হিসেবে বিশ্বাস করি। পূর্বে আমাদের এই আকিদাকে অ-আহমদী ভাইয়েরা অত্যন্ত খারাপ এবং ইসলাম পরিপন্থী বলে মনে করতেন। কিন্তু এখন তারাও অনেকে গোপনে স্বীকার করছে যে এঁরা আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন। অনুরূপভবে তারা এখন জিহাদ প্রসঙ্গেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সহমত পোষণ করছে। পূর্বে তারা বলত, কাফেরদের বিরুদ্ধে সর্বাবস্থায় জিহাদ করা অনিবার্য। কিন্তু এখন তারা এমনটি বলার সাহস দেখাতে পারে না, বরং একই পাত্রে আহার করার কথা বলে। যাইহোক দেরীতে হলেও একদিন তাদেরকে আমাদের পিছনে আসতেই হবে। ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়, প্রত্যেক ধর্ম এবং তাদের ধর্মগুরুদের ও মনিষীদের সম্মান করতে এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় এবং ভালবাসাসহকারে তাদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম।

এখন থাকল ইংরেজদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র রচনার অভিযোগটি। যেমনটি আমি বলেছিলাম, এ বিষয়ে সম্পাদক মহাশয় কোন আলোকপাত করেন নি যে, কেমন এবং কি ষড়যন্ত্র ছিল? সত্যিই যদি কোন ষড়যন্ত্র ছিল তবে সে বিষয়ে নিশ্চয় একাধিক প্রসঙ্গ প্রকাশ্যে এসে থাকবে। মুনসিফ পত্রিকার সম্পাদককে পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছুটা তো বলা উচিত ছিল। না কি তিনি সব কিছুর তদন্ত করার দায়িত্ব পাঠকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন? বস্তুত এটা এক ভয়ানক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ।

কথিত আছে যে, ইংরেজরা মুসলমানদের সংগ্রাম ও তাদের মনোযোগ ভঙ্গ করার জন্য মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে দাঁড় করিয়েছিল। এবং তারা বলেছিল, তুমি নবুয়তের দাবি কর যাতে মুসলমানরা আমাদের বিরোধিতা করা ছেড়ে তোমার বিরোধিতায় লিপ্ত হয় আর এভাবে আমরা কিছুটা স্বস্তি লাভ করতে পারি। এটা অত্যন্ত অযৌক্তিক আপত্তি এবং ডাহা মিথ্যা। এই অভিযোগের যদি কোন সারবত্তা থাকত তবে নিশ্চয় কোন না কোন সত্যকে প্রমাণসহকারে উপস্থাপন করা কোন কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই এ প্রসঙ্গে কোন প্রমান উপস্থাপন করা হয় না। যাইহোক, পরিতাপের সঙ্গে আমাদের লিখতে হয় যে, যেভাবে তাদের পূর্বে মৌলবী সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী, মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরোধীতায় আজীবন মিথ্যার আশ্রয় নিতে থেকেছে, এরাও সেই একই পন্থা অবলম্বন করছে। বস্তুত, জনসমক্ষে মিথ্যা উপস্থাপন করা তাদের বিবশতার চিত্রকেই তুলে ধরে। তারা জানে, যদি সত্য কথাটি বলা হয় তবে মানুষ আহমদীয়াতের দিকে আকৃষ্ট হবে। কিন্তু সময়ে অসময়ে তাদের মুখ থেকেই সত্য কথাটি বেরিয়ে পড়ে। ইউটিউবে এক মৌলানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ফর্সি নযম বেশ আত্মহারা হয়ে পাঠ করলেন এবং এর উর্দু অনুবাদ শোনালেন এবং স্বীকার করলেন, আঁ হযরত (সা.)-এর প্রশংসায় এ এক অসাধারণ নযম। একজন মৌলবী বললেন, একত্ববাদের উপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর লেখনী অতি উৎকৃষ্ট মানের। অ-আহমদী উলেমাগণ একথা স্বীকার করেন যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এক অতুলনীয় 'মোনাযির' (ধর্মীয় যুক্তিবাদী) ছিলেন। তিনি আর্যসমাজী এবং খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে বড় বড় মোনাযের করেছেন এবং বিজয়ী হয়েছেন। প্রশ্ন হল এই যে, ইংরেজরা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে এই উদ্দেশ্যে দাঁড় করিয়েছিলেন যাতে তিনি খৃষ্টান পাদ্রী ও প্রচারকদের পর্যদুস্ত করেন এবং তাদের ধর্মের সর্বনাশ করেন? এই কথাটি কি যুক্তিসঙ্গত হতে পারে? হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কে আল্লাহ তা'লা আঁ হযরত (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই যুগে মসীহ ও মাহদী হিসেবে আবির্ভূত করেছেন। মসীহ মওউদ এর মহান অধিষ্ঠানে আসীন হওয়ার কারণে তিনি পূর্ণশক্তিতে খৃষ্টীয় মতবাদসমূহের দোষত্রুটি বর্ণনা করেন এবং সেগুলির সংশোধন করেন এবং তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। এমন প্রমাণ হাতে থাকা সত্ত্বেও কি ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি (আ.) ইংরেজদের সঙ্গে আঁতাত করেছিলেন। আর ইংরেজরা এমন পরিস্থিতিতেও কি গোপন বোঝপড়া টিকিয়ে রাখত যখন কিনা তিনি তাদের ধর্মকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন। ইংরেজদের সঙ্গে মিলে কোন ষড়যন্ত্র করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব বিষয় ছিল।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার সত্তা ও তাঁর গুণাবলীর প্রতি প্রবল ভালবাসা ছিল, যার কারণে তাঁর জন্য ত্রিত্ববাদের সঙ্গে আপোস করা সম্ভব ছিল না।

* হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খৃষ্টানদের খোদাকে কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি যুক্তিপ্রমাণ এবং বাইবেল ও ঐতিহাসিক ঘটনার সাপেক্ষে মৃত প্রমাণ করেছেন। যার ফলে খৃষ্টবাদের প্রসাদ সহসায় ধুলিস্যাৎ হয়ে পড়েছে। কেননা হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার উপরই টিকে ছিল খৃষ্টবাদের ভিত্তি। যদি একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন, তবে খৃষ্টবাদের পতন হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মুসলমানদেরকে এই পরামর্শ দেন যে, হযরত ঈসা (আ.) কে মরতে দাও, কেননা, এরই মাঝে ইসলামের জীবন নিহিত। একটা সময় ছিল যখন খৃষ্টান পাদ্রীরা কেবল এই একটি কৌশল খাটিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছে। কৌশলটি হল- হযরত ঈসা (আ.) আকাশে জীবিত আছেন অপরদিকে তোমাদের নবী মহম্মদ (সা.) মৃত্যু বরণ করে পৃথিবীর বুকে সমাহিত আছেন। বল এদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? মুসলমানদের কাছে কোন উত্তর ছিল না। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা এ নিয়ে ক্ষিপ্ত হচ্ছে যে খৃষ্টানদের খোদাকে মৃত কেন বলা হচ্ছে।

* হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করেন। এমনকি তাঁর সমাধির হদিসও বলে দেন। তিনি জানান, শ্রীনগরের খানিয়ার মহল্লায় তাঁর সমাধি রয়েছে।

* তিনি এমন সব শক্তিশালী যুক্তিপ্রমাণের দ্বারা খৃষ্টবাদের মৌলিক বিশ্বাস ত্রিত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান করেন করেন যার ফলে খৃষ্টবাদের প্রসাদের ভিত নড়ে যায়।

* তিনি (আ.) তাদের মূল ধর্ম বিশ্বাস অর্থাৎ-'কাফফারা' কে শক্তিশালী যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করেন।

*তিনি খৃষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে জোরালো বাহাস করেন, তাদেরকে ইসলাম, কুরআন এবং হযরত মহম্মদ (সা.)-এর সত্যতা দেখানোর জন্য একের পর পর এক

জুমআর খুতবা

প্রতিকুল আবহাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সামগ্রিকভাবে সকল ব্যবস্থাপনা মোটের উপর কোন প্রকার দুশ্চিন্তায় না ফেলে (সুন্দরভাবে) চলতে থাকে। এছাড়া এবছর উপস্থিতিও গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। এরজন্য আমরা যতই আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি না কেন তা হবে অপ্রতুল। কেননা তিনি আমাদের জলসাকে অফুরন্ত কল্যাণরাজিতে ভূষিত করেছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আগতক সকল আহমদী বা অআহমদী অথিথি সবাই এটি অনুভব করেছেন। আমরা দুর্বল (মানুষ)!

সার্বিকভাবে এরা সবাই নিজেদের দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করেছেন এবং অসাধারণভাবে হাসিমুখে, নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন যেমনটি আমি শুরুতে তাদেরকে বলেছিলাম, উপদেশ দিয়েছিলাম। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন।

অসংখ্য টিভি চ্যানেল রয়েছে, যার মধ্যে বিবিসি প্রমুখও অন্তর্ভুক্ত, যুক্তরাজ্যের অন্যান্য বহু নিউজ চ্যানেলও অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেরও অনেক চ্যানেল রয়েছে। যাইহোক, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জলসার সংবাদ পৌঁছেছে , জামাতের পরিচিতি তৈরী হয়েছে, ইসলামের পরিচিতি বৃদ্ধি পেয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা এই জলসাকে সার্বিকভাবে আশিসমণ্ডি করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিনীয় এবং কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে সর্বদা নিজেদের সংশোধন করার তৌফিক দান করুন আর সর্বদা আমরা যেন জামাতের সাথে এক বিশেষ এবং সুদৃঢ় সম্পর্ক রক্ষাকারী হই আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকারী হই।

জলসা সংক্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ১৫টি। এগুলোর পাঠক সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে ১৪টি সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। সেগুলোর দর্শক সংখ্যাও ২ কোটি উল্লেখ করা হয়ে থাকে। রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে ৩৭টি সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। এর শ্রোতার সংখ্যা ৮০ লক্ষ উল্লেখ করা হয়েছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৩৩টি আর এবছর হয়েছে ৩৭টি, যার শ্রোতা সংখ্যা ৮০ লক্ষ। মানুষ তাদের মতামতও প্রকাশ করেছে। এর মাধ্যমে ২০ লক্ষ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১৪ই আগস্ট , ২০২৩, **এর জুমুআর খুতবা (১১ জহুর ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহহুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি, যা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের জামা'তের প্রতি প্রতিনিয়ত হয়ে থাকে, এর উল্লেখ জলসার রিপোর্টে করা হয়।

আমি বলেছিলাম, সংক্ষিপ্ত সময়ে সবকিছু বর্ণনা করা সম্ভব হয় না যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা জামা'ত সম্পর্কে (জানার জন্য) মানুষের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেন, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা (মানুষের) ঈমানকে সুদৃঢ় করেন, কীভাবে তিনি শত্রুদের ব্যর্থ করেন। অসংখ্য ঘটনা মানুষ লিখেপাঠায়। সেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি আমি আজও বর্ণনা করব, কেননা এসব ঘটনা বহু আহমদীর ঈমানকে দৃঢ় করার কারণ হয়।

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তবলীগের বিভিন্ন মাধ্যমেপুণ্যাত্মাদের জামা'তে নিয়ে আসছেন আর নতুন নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, সে সম্পর্কে কঙ্গো কিনশাসা থেকে, যেখানে আমাদের এফ এম রেডিও রয়েছে, সেখানকার স্থানীয় মিশনারী হামীদ সাহেব লিখেছেন যে, ওয়েরা শহরে আমাদের রেডিও অনুষ্ঠান শুনে স্থানীয় মসজিদের ইমাম ঈসা সাহেব যোগাযোগ করেন আর এরপর তিনি মিশন হাউসে আসেন। জামা'তের শিক্ষা বুঝে বয়আত করে নেন। আর শুধু বয়আতই করেননি, বরং নিজ গ্রাম কেলিবা আঙ্কেরি গিয়ে তবলীগ করাও আরম্ভ করেন। তার তবলীগের ফলে ২৪জন লোক আহমদীয়াত গ্রহণ করে। আমাদের কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগের সফরের সময় সেখানে আরও ৮ ব্যক্তি বয়আত করে। এভাবে সেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। দেখুন! একদিকে পুণ্য প্রকৃতির ইমাম যারা রয়েছে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা এই বাণী শুনে তা অনুধাবনের তৌফিক দান করেন। অপরদিকে পাকিস্তানী আলেমরা বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই করতে জানে না।

কঙ্গো কিনশাসার মাইনদোম্বে প্রদেশে আমাদের মুবাল্লিগ উমর মুনাওয়ার সাহেব কাজ করেন।তাকে তবলীগের উদ্দেশ্যে একটি গ্রামে প্রেরণ করা হয়। ওহাবী মুসলমানদের একটি মসজিদেও তিনি যান। মানুষের মাঝে লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করেন। তখন কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির যুবক মসজিদ থেকে বের হয়ে হৈচৈ আরম্ভ করে দেয় আর পাথর নিক্ষেপ করা আরম্ভ করে। (কেউ কেউ) বলে যে, আফ্রিকায় তো মানুষ অশিক্ষিত তাই তারা কথা মেনে নেয়, কিন্তু সেখানেও বিরোধিতা রয়েছে। মুয়াল্লেম সাহেব পাথর থেকে আত্মরক্ষা করে বাকি লোকদের তবলীগ করতে থাকেন। আর সেখানকার লোকেরা তার এই ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতায় বেশ প্রভাবিত হয়। তাদের মধ্য থেকে কতিপয় ব্যক্তি যারা বেরিয়ে গিয়েছিল এই কারণে পুনরায় মসজিদে চলে আসে আর তার কথা শুনতে আরম্ভ করে। জামা'ত সম্পর্কিত প্রশ্ন হয়, আপত্তি উত্থাপন করা হয়, বহু প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। এক দুষ্ট যুবক যে ধৃষ্টতার সাথে কথা বলছিল, সে বলে যে, তোমরা লন্ডন গিয়ে হজ্জ করো। অথচ আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) সব হজ্জ মক্কায় করেছেন। মুয়াল্লেম সাহেব তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি আমাকে এটি বলো যে, মহানবী (সা.) কতবার হজ্জ করেছিলেন? এতে সেই যুবক বলে, মহানবী (সা.) তো জন্মের পর থেকে সারা জীবনই হজ্জ করেছেন। তখন মুয়াল্লেম সাহেব বলেন, মহানবী (সা.) তো কেবল একবারই হজ্জ করেছেন। মসজিদে বসা ইমাম এবং অন্যান্য জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা সেই যুবককে ভর্ৎসনা করে যে, তোমরা এখানে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছো। যাহোক, যারা সেখানে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছিল তারা লজ্জিত হয়ে সেখান থেকে চলে যায়। কেউ কেউইমাম সাহেব ও জামা'তের প্রতিনিধি দলকে নিজেদের ঘরে নিয়ে যায়।তারা ছাড়া আরও দুইজন ইমাম ছিল এবং কিছু লোক ছিল। এভাবে ৪০/৪৫জন লোক সেখানে আহমদীয়া জামা'তের এই তবলীগে প্রভাবিত হয়েবয়আত গ্রহণ করে আর এখানেও একটি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

গিনি বাসাও থেকে ইমাম তোমানে বলেন যে, আজ পর্যন্ত আমরা জামা'ত সম্পর্কে এটিই শুনে আসছি যে, আপনারা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং কুরআন ও হাদীস মানেন না। কিন্তু আজ আমরা জলসার অনুষ্ঠান দেখেছি। আজ জলসার কল্যাণে আমরা আপনাদের খলীফাকে দেখেছি এবং শুনেছি। তিনি তো আল্লাহ্ তা'লা এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) আর কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে নসীহত করেছেন। আজ আমি পরিস্কারভাবে বুঝতে পেরেছি যে, জামা'তের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগান্ডা করা হচ্ছে আর মিথ্যা প্রপাগান্ডা সর্বদা ঐশী জামা'তের বিরুদ্ধেই করা হয়ে থাকে।

ইমাম সাহেব বলেন, আমি আজ থেকে আহমদীয়া জামা'তে প্রবেশ করছি আর আমি আমার সকল অনুসারীদের কাছে জামা'তের তবলীগ করব। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি তবলীগ করছেনও আর তার তবলীগে নতুন নতুন জামা'তও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

অতএব আমাদের বিরোধীরাও, যারা পাকিস্তানেও রয়েছে, কেবল বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করবেন না। বরং আমাদের শিক্ষার কথা শুনুন, পড়ুন, অনুধাবন করুন, এরপর যদি আপত্তি থাকে তা উপস্থাপন করুন। একথাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বারংবার বলেছেন যে, তোমরা অযথাই বিরোধিতা কর, আগে আমার কথাটা অন্ততপক্ষে শুন।

(সীরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃ:৪)

কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা বিরোধিতা সত্ত্বেও আমাদের সাহায্য করেন! এসম্পর্কে লাইবেরিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, দুই বছর পূর্বে নিম্বা কাউন্টির একটি গ্রাম গেনাগ্লে-র কিছু লোক আহমদীয়াত গ্রহণ করে। পূর্বে তারা খ্রিষ্টান ছিল অথবা ধর্মহীন ছিল। বয়আতের পর তাদের তরবিয়ত এবং নামাযের ব্যবস্থা কারো ঘরের বারান্দায় করা হয়। স্থানীয় মুবাল্লেগ মুর্তজা সাহেব একদিন নামাযের পর জামা'তেরসদস্যদের কাছে এমর্মে দোয়ার আহ্বান জানান যে দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা মসজিদ বানানোর জন্য আমাদের কোনো উপযুক্ত জমি দান করেন। এই অঞ্চলটি খ্রিষ্টান এবং ধর্মহীন লোকদের ঘাঁটি আর তারা মুসলমানদের ভালো চোখে দেখে না। তাই মসিজদের জন্য জমি পাওয়া খুবই কঠিন ছিল। আলোচনা চলছিল, এমন সময় এক ব্যক্তি জনাব ডায়হান যিনি ধর্মহীন ছিলেন, আর খোদার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করতেন না, সেখানে বসে ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বলেন যে, যখন থেকে মিশনারী সাহেব আমাদের গ্রামে যাতায়াত আরম্ভ করেছেন আমি তার মাঝে খুবই উন্নত চরিত্র লক্ষ্য করেছি। সবার সাথে সাক্ষাৎ করেন, একই প্লেটে খাবারও খেয়ে নেন, এমনকি আমি, যেকিনা খোদাকে মানি না আর মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকি, আমার কাছেও এসে বসেন আর কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। আমি এরূপ চরিত্রের লোক পূর্বে কখনো দেখিনি।

আমার কাছে একটি প্লট রয়েছে, যেখানে আমি আমার ঘর নির্মাণের সংকল্প করেছিলাম। কিন্তু আজ আমি এই প্লটটি মসজিদের জন্য দান করছি।

অতএব কিছুদিন পর তিনি রীতিমতো বয়আতও করেন। এরূপ বিপ্লব তার মাঝে সৃষ্টি হয়েছে যে তিনি মদ্যপানও সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেন।! আর নিষ্ঠার ক্ষেত্রেও উন্নতি করতে থাকেন। নিষ্ঠার ক্ষেত্রে এমন উন্নতি করেন যে, মানুষ লক্ষ্য করল, তিনি সম্পূর্ণভাবে এক পরিবর্তিত মানুষ। এরপর এখানে মসজিদ নির্মাণের কাজও আরম্ভ হয়ে যায়। মানুষ চীফের কাছে আপত্তি করে যে, সেখানে মসজিদ হতে দেওয়া যাবেনা। কিন্তু জনাব ডায়হান খুবই সাহসিকতার সাথে বলেন যে, আমি মসজিদের জন্য এই জায়গা দান করেছি, এখানে মসজিদ অবশ্যই হবে। অতএব মসজিদ নির্মিত হয়। আর এই অঞ্চলে এটি প্রথম মসজিদ, যার নাম রাখা হয়েছে 'মসজিদে নূর'। এভাবে অমুসলিম এবং নাস্তিক তথা আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় যারা বিশ্বাসী নয়, তারাও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কেবল আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় বিশ্বাসী হয়ে উঠছে এমন নয়, বরং ইসলামকেও সত্য ধর্ম মেনে গ্রহণ করছে।

বুরুন্ডির একটি উপশহরের নাম হলো নিয়ানযিলাক। এখানে জামা'তের বেশ বিরোধিতা হয়ে থাকে, কেননা এই অঞ্চলে মুসলমানরাও রয়েছে। সুন্নী মসজিদের ইমাম জামা'তের মসজিদ বন্ধ করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছে। এর জন্য সে সরকারী কর্মকর্তাদের সাথেও সাক্ষাৎ করেছে। কিন্তু তার কোনো চেষ্টাই সফল হয়নি। আমাদের মুয়াল্লেম হামযা ইন্ডুভিমানা সাহেবকে উক্ত মসজিদের ইমাম প্রশ্নে াত্তরের জন্য আহ্বান জানায়। প্রশ্নোত্তরে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়ে বিতর্ক আরম্ভ হয়। মুয়াল্লেম সাহেবযখন পবিত্র কুরআনের আলোকে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করেন তখন এই নামসর্বস্ব আলেমরা উত্তরতে দিতেই পারেনি বরং মুয়াল্লেম সাহেবের সাথে বিতণ্ডা আরম্ভ করে দেয় আর জামা'তের বিরুদ্ধে কুফরের ফতোয়া আরোপ করে। তখন একজন খ্রিষ্টান দাঁড়িয়ে জামা'তের অবস্থানের সমর্থন করেনআর সেই মৌলবির সামনে স্পষ্ট করে বলেন যে, আহমদীয়া জামা'ত মুসলমান আর আপনার ইসলাম আমাদের বোধগম্য নয়। তাদের কথা তো বোঝা যাচ্ছে যে, তারা কী বলতে চায়। অপরদিকে উক্ত মসজিদের মৌলবিরা পরস্পর ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত হয় আর এ কারণে সরকারকে হস্ত ক্ষেপ করতে হয়েছে। আর তাদের মসজিদটি সরকার তিন মাসের জন্য বন্ধ করে দেয়। যারা আমাদের মসজিদ বন্ধ করাতে চাচ্ছিল তাদের নিজেদেরই মসজিদ বন্ধ হয়ে যায়।

বর্তমানে একই পদ্ধতি রীতিমতো ষড়যন্ত্রের অধীনে নামসর্বস্ব আলেমরা সর্বত্র অবলম্বন করছে অর্থাৎ আহমদীদের মসজিদ বন্ধ করাও। অথবা পাকিস্তানের ন্যায় যদি মসজিদ বন্ধ না করানো যায় তাহলে মিনার ও মেহরাব ভেঙে দাও। পাকিস্তানের আইনে কোথাও এটি লেখা নেই যে, আহমদীদের মিনার বানানোর অনুমতি নেই। কিন্তু সরকার এই মৌলবিদের সামনে নামসর্বস্ব ওলামাদের সামনে নতজানু হতেবাধ্য হচ্ছে। যাহোক তারা তাদের পূর্ণ চেষ্টা করছে যেন কোনোভাবে ক্ষতিসাধন করা যায়। কিন্তু ইনশাআল্লাহ্ তা'লা একদিন এরা সবাই নিজেরাই ধ্বংস হবে।

পাকিস্তানে আমাদের ওপর কুরআন শরীফের প্রকাশনায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অনুবাদের তো প্রশ্নই উঠে না, প্র কাশ করা বা ছাপানোও অমার্জনীয় অপরাধ এবং কুরআন পড়াও (অপরাধ)। বরংকারো কারো প্রতি এজন্য কঠোরতা করা হয়েছে, এমন মামলাও দায়ের করা হয়েছে যে, তুমি কেন পবিত্র কুরআন শুনছিলে, রেকর্ডিং কেন শুনছিলে। এখন এটি হলো এই নাম সর্বস্ব ওলামাদের ইসলাম। মোল্লারা ধর্মকে পুরোপুরি বিকৃত করে রেখেছে। এর বিপরীতে দেখুন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য কীভাবে পথ খুলছেন, আমরা কীভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পবিত্র কুরআন প্রকাশ করছি, আমাদের কুরআন সব জায়গায় কীভাবে সামদৃত হয়! বিশেষত৪ (আমাদের) অনুবাদ, যা যে ভাষাতেই হয়েছে মানুষের মনোযোগ নিজের দিকে আকর্ষণ করছে।

তানজানিয়ার দারুস সালাম থেকে একজন মুয়াল্লেম সাহেব বলেন যে, তিনি একটি অঞ্চলে লিফলেট বিতরণ করতে যান। জামা'তী বইপুস্তকও তিনি বিক্রয় করেন, এতে তবলীগি যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। একদিন তার কাছে নিজ এলাকা থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরের একজন অ-আহমদীর ফোন আসে যে, তিনি পবিত্র কুরআনেরসোয়াহিলী অনুবাদ ক্রয় করতে চান। মুয়াল্লেম সাহেব বলেন, কুরআন করীম তো তার নিকটবর্তী এলাকা থেকেও পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই ব্যক্তি বলে যে, জামা'তের অনুবাদ এবং তফসীরের রীতি আমার খুব পছন্দ। একথা সঠিক যে, অন্যরাও (অনুবাদ) করেছে, কিন্তু জামা'তী অনুবাদের রীতি আমার পছন্দ কেননা বিবেক সেটিকে গ্রহণ করে। তাই আমি এই অনুবাদই নিতে চাই।

বেলাল সাহেবমালীতে মুবাল্লেগ হিসেবে কাজ করছেন । তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'ত পবিত্র কুরআনের প্রদর্শনীর আয়োজন করার সৌভাগ্য লাভ করে। একজন ছাত্র স্টলে আসেন। তার কাছে পবিত্র কুরআনের ফরাসী ভাষায় অনুবাদের পরিচয় তুলে ধরে বলা হয় যে, বর্তমান অনুবাদগুলোর মাঝে জামা'তের ফরাসী ভাষার অনুবাদ সবচেয়ে উত্তম। এতে সেই যুবক বলেন যে, তার ঘরেও পবিত্র কুরআনের অনুবাদ রয়েছে যা জামা'তের অনুবাদের চেয়ে উত্তম। যাহোক, তিনি নিজের ঘরে যান এবং সেখান থেকে কুরআন শরীফ নিয়ে আসেন। আর এক ঘন্টার অধিক সময় ব্যয় করেন এই কথা বলার প্রক্রিয়ায় যে, আমাদের অনুবাদ, অর্থাৎ অ-আহমদীদের অনুবাদ উত্তম। তিনি উভয় অনুবাদের তুলনা করতে থাকেন। তার ন্যায়পরায়ণ স্বভাব ছিল। যাহোক, অবশেষে এ কথা বলতে বাধ্য হন যে, জামা'তের অনুবাদ খুবই উন্নত মানের আর সত্যিকার অর্থে এর দ্বারা পবিত্র কুরআন অনুধাবন করা অত্যন্ত সহজসাধ্য। এরপর তিনি পবিত্র কুরআনের এক কপি ক্রয় করে সাথে নিয়ে যান।

জামা'তের শিক্ষা ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাসমগ্রের কল্যাণে মুসলমানদের মাঝেও কীভাবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং আল্লাহ্ তা'লার ওপর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, পবিত্রচেতারা (কীভাবে)সুপ্রভাব গ্রহণ করছেন, (এ সম্পর্কিত) একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। জোহাটে'র বইমেলায় জেলিমোস সাহেব নামে এক বন্ধু আসেন। (পেশায়) তিনি একজন কমপিউটার প্রকৌশলী। তিনি স্টলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি এবং জামা'তের বই-পুস্তক দেখতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর তিনি অশ্রুভেজা কণ্ঠে কর্তব্যরত মুবাল্লিগ সাহেবকে বলেন, আজ আমি যদি একজন মুসলমান হিসেবে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে তা কেবল আহমদীয়া জামা'তের কল্যাণেই। এটি আমার প্রতি জামা'তের এক বিরাট অনুগ্রহ। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কি আহমদী? আপনার প্রতি জামা'ত কী অনুগ্রহ করেছে? উত্তরে তিনিবলেন, আমি আহমদী নই বটে কিন্তু আমি ক্রমশঃ ধর্ম থেকে দূরে যেতে যেতে নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু বাড়িতে আমার বাবার কাছে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) রচিত আহমদীয়া জামা'তের কিছু পুরনোবইপুস্তক রাখা ছিল। আমি সেসব বইপুস্তকপাঠ করি। এসব বইয়ে হযরত মির্যা সাহেব আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে যেসব যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন সেগুলো আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি নির্বাক হয়ে গিয়েছি এবং আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের ওপর আমার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়।এভাবে আহমদীয়া জামা'তের সাহিত্যের মাধ্যমে নাস্তিকদেরও পুনরায় (আল্লাহ্র অস্তিত্বে) বিশ্বাস জন্মে। এরপর বলেন, এখন আমি নিয়মিত আহমদীয়া জামা'তের ওয়েবসাইটে পড়াশোনা করি। আহমদীয়া জামা'ত ইসলামের স্বপক্ষে যেসব দলীল-প্রমাণ

উপস্থাপন করে এর মাধ্যমে আমার ঈমান দৃঢ় হয় এবং আমার জ্ঞান বাড়ে। আহমদীয়া জামা'তের কল্যাণে আমি আজ মুসলমান।

পাশ্চাত্যের কোনো কোনো দেশ তথা সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি (দেশে)যেখানে পবিত্র কুরআনের অবমাননা করা হয়, সেখানেই যখন ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরা হয় তখন এসব বিরোধীদেরইআচরণ পাল্টে যায়। অতএব আজ একমাত্র আহমদীয়া জামা'তই পবিত্র কুরআনের মর্যাদা ও মহিমা সমুন্নত করার এবং এর সত্যিকার শিক্ষা প্রচারে তৎপর।

একজন জার্মান মহিলার কথা এটি। জামাতের বই-পুস্তক এবং পবিত্র কুরআন প্রদর্শনীতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়াদির প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়, বিভিন্ন বিষয়ের বরাতেপবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হয়, যা প্রমাণ করছিল যে ইসলাম কোনো সন্ত্রাসবাদের ধর্ম নয়। সেই ভদ্রমহিলা বলেন, আপনাদের জামা'ত তো সহজ ও সাবলীলভাবে ইসলামকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। এখন ইসলাম এবং কুরআনের বিরোধীতা করার আর কোনো যৌক্তিকতা নেই।

পবিত্র কুরআনের প্রচার ও ইসলামী শিক্ষামালা সমৃদ্ধ রচনাবলিরমানুষের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়ে সে সম্পর্কে আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। প্রতিবেদক বলেন, গোলাঘাট বইমেলাতে একজন মুসলমান অধ্যাপিকা শাবানা ইয়াসমীন সাহেবা আমাদের বুকস্টল দেখে খুবই আনন্দিত হন আর সোজা এসে আসামী ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ হাতে তুলে নেন (এই প্রদর্শনীটি ভারতের আসামে হচ্ছিল) এবং তার সহকর্মি অধ্যাপক সাহেবকে বলেন, আজ আমার এক স্বপ্ন সত্যি হলো। দীর্ঘদিন ধরে আমি অহমিয় ভাষায় অনূদিত পবিত্র কুরআনের সন্ধানে ছিলাম। আমার একজন শিক্ষক বেশ কয়েকবার আমার কাছে অহমিয় ভাষায় অনূদিত পবিত্র কুরআন চেয়েছিলেন কিন্তু আমার কাছে পবিত্র কুরআনের এই অনুবাদ না থাকার কারণে আমি তাঁকে দিতে পারি নি। এ কারণে আমার গভীর লজ্জা হতো এবং নিজের মুসলমান হওয়া নিয়ে আক্ষেপ হতো।আমার শিক্ষকের মৃত্যুর পর আজ আমি এই কুরআন পেয়েছি, যদি এর মুল্যহাজার হাজার রুপিও হতো তবুও আমি সে সময় অবশ্যই তা ক্রয় করতাম।

এটি শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, এমন দূরদূরান্তের অঞ্চল যেখানে মুসলমানদের কাছে পবিত্র কুরআন এবং অন্যান্য ইসলামের মৌলিক বইপুস্তকও নেই, সেখানে আহমদীয়া জামা'ত বুকস্টল খুলে তাদের ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূরণ করছে।

একজন হিন্দু মহিলার নাম হলো ধিমাজী বানতী দোবারাস নামী যিনি ভগবান শিবার মন্দির বানাচ্ছেন এবং তার প্রচার করেন। তিনি আমাদের বুকস্টল দেখে আশ্চর্য হন যে, এই অঞ্চল যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক কম সেখানে একটি ইসলামিক স্টল খোলা হয়েছে। তিনি আমাদের স্টলে এসেআলোচনা করেন এবং আনন্দিত হয়ে ফিরে যান। পরের দিন তিনি পুনরায় স্টলে আসেনএবং স্টলে উপস্থিত সবার জন্য ফলফলাদি নিয়ে আসেন, এছাড়া পবিত্র কুরআন দেখে খুবই আনন্দিত হন। তিনি পবিত্র কুরআন ক্রয় করে বলেন যে, আজ আমার জীবনের একটি স্বপ্ন আপনারা পূর্ণ করেছেন। (তিনি) পবিত্র কুরআন ক্রয় করেন এবং তা নিজের বুকের সাথে জরিয়ে ধরেন আর এর সাথে ছবি তুলেন।

পূর্ব ইউরোপের দেশ চেক রিপাব্লিক। সেখানকার মুবাল্লিগ বলেনযে, একজন যুবক আমাদের স্টলে আসে আর বলে যে, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইযে, খোদা তা'লার সত্তা আছে কিন্তু এটি বুঝতে পারছিলাম না যে, কোন ধর্ম আমাকে খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌছাতে পারে। আমি দীর্ঘদিন যাবত অনেক ধর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করে দেখেছি কিন্তু এখন আমি এই সিদ্ধান্তে উপণীত হয়েছি যে, আহমদীয়া জামা'তই সকল সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করে, যার মাধ্যমে আমার হৃদয় ও আত্মা প্রশান্ত হয়। এখানে আমি আধ্যাত্মিকতা অনুভব করি। এখন এই মোল্লারা বলুক! পবিত্র কুরআনের শিক্ষা মানুষের মন-মস্তিষ্কে কারা পৌছে দিচ্ছে? আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তবলীগের পথ সুগম করেন, এরও ঈমান উদ্দীপক বিভিন্ন ঘটনা রয়েছে। পাকিস্তানে আমাদের ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে কিন্তু অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করে দেন।

গিনি বিসাও এর মুবাল্লিগ লিখেন, গত ডিসেম্বরে ক্যাপোট আইল্যাণ্ড সফর করি। সফরের সময় এ বিষয়ের গভীর প্রয়োজন অনুভব করি যে, আমাদের জামা'তের রেডিও অনুষ্ঠান থাকা উচিত। যার সাহায্যে স্বল্পতম সময়ে জামা'তের বাণী পৌছানো সম্ভব কিন্তু অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সেখানে জামা'ত নিবন্ধিত হচ্ছিল না, যে কারণে রেডিও স্টেশন খোলা সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি বলেন, সফর সম্পন্ন করার পর গিনি বিসাও থেকে অনেক লিফলেট ছেপেক্যাপোট মিশন (হাউসে) প্রেরণ করা হয় এবং তা ব্যাপক সংখ্যায় বিতরণ করা হয়। তিনি বলেন, জনৈক বন্ধু লিফলেট পড়ার পর জামা'তের মিশন হাউজে ফোন করে বলেন, (আমি) জামা'ত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। এভাবেই তার সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং তাকে জামা'ত সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তিনি বলেন, আপনারা আপনাদের শিক্ষা রেডিওতে কেন প্রচার করেন না? তখন তাকে বলা হয় আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু রেডিওতে অনুষ্ঠান পাচ্ছি না। তখন সেই ভদ্রলোক বলেন, আমার নিজেরই রেডিও ষ্টেশন রয়েছে আর আমি রেডিও ষ্টেশনের পরিচালক। আপনারা আমার রেডিওতে অনুষ্ঠান করতে পারেন এবং জামা'তের বাণী প্রচার করতে পারেন।এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা একটি নতুন পথ খুলে দিয়েছেন।

মালীর মুবাল্লিগ লিখেন, মালীরবার্ষিক জলসায় 'কোলিকোরো' অঞ্চলের একটি গ্রাম থেকে একজন বন্ধু আহমদ তুরে সাহেব আসেন। তিনি বলেন, বর্তমানে মালীতে একটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে রয়েছে যারা নামায ও ইসলামের স্তম্ভগুলোকে ততটা গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু তারা মুসলমান। (তারা না মেনেও মুসলমান আর আহমদীরামেনেও অমুসলমান) আর তিনি বলেন যে, তিনি এই ফির্কারই সদস্য কিন্তু তার মনে শান্তি ছিল না। পুণ্যপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। (তিনি) বলেন, আমরা যদিও একথাই বলিযে, ইসলামের স্তম্ভসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কোনো প্রয়োজন নেই, নামায পড়ারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার হৃদয় এতে আশ্বস্ত নয়। একদিন তিনি রেডিও অন করেন আর সেটি ছিল আহমদীয়া জামা'তের রেডিও (চ্যানেল) আর তাতে নামায পড়ার রীতি শেখানো হচ্ছিল, তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে তা শোনেন এবং পরবর্তীতে তিনি বার বার জামা'তের রেডিও (অনুষ্ঠান) শ্রবণ করেন আর এতে তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এরাই সত্যিকার মুসলমান কিন্তু গ্রামবাসীরা বলে, সমস্ত আলেম-ওলামা তো এদেরকে ইসলাম থেকে বহিস্কার করেছে। তিনি বলেন, আমি এখানে লোকদেরকে নামায পড়তে, তাহাজ্জুদ পড়তে দেখে আমার হৃদয় আশ্বস্ত হয়। আমি ধর্ম সম্পর্কে খুব বেশি জানিনা, ইসলাম সম্পর্কে যতটুকু জানি আজ তা নিজ চোখে দেখেছি আর আমি আহমদীয়া(জামা'তে) যোগদান করছি।

যেমনটি আমি বলেছি, সর্বশেষ শরীয়তের গ্রন্থ পবিত্র কুরআন পাঠ করা, শোনা (এমনকি) নিজের কাছে রাখাও পাকিস্তানে আহমদীদের জন্য নিষিদ্ধ আর অনেক বড় একটি অপরাধ। এটি সেই গ্রন্থ যার মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'ত বিশ্বময় ইসলামের বাণী পৌছাচ্ছে এবং বিশ্ববাসীর সংশোধন করছে।

মাইক্রোনেশিয়ার মুবাল্লিগ শারজিল সাহেব বলেন, কিছুদিন পূর্বে সাইমন গেডেন নামের এক ব্যক্তি (আমাদের সাথে) যোগাযোগ করে পবিত্র কুরআনের একটি কপি সংগ্রহ করেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ করে একদিনতার বার্তা আসে যে, আমি সাক্ষাৎ করতে চাই। মসজিদে এসে বলেন, আমি সারা জীবন গভীরভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করেছি কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও এর শিক্ষা হৃদয়াঙ্গম হয়নি, কিছুইবুঝতে পারি নি কিন্তু যখন থেকে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করি মনে হলো এর প্রতিটি শব্দ যেন সোজা হৃদয়ে গেঁথে যাচ্ছে। তিনি এতে আশ্চর্যহচ্ছিলেন যে, এটি কেমন করে হলো যে আমি সারা জীবন ভুল (পথে) ছিলাম এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলাম। এরপর তিনি তার মায়ের কাছে যান এবং তাকে বলেন, মসজিদে যাচ্ছি এবং ইসলামে গ্রহণ করতে যাচ্ছি। তার আত্মীয়স্বজনরাও সেখানে উপস্থিত ছিল, তারা বলে, বড় ভুল করতে যাচ্ছ। অনেক বকাঝকা করে। তখন তিনি বলেন, আপনাদের যা খুশি তা করতে পারেন কিন্তু আমি মনের দিক থেকে মুসলমান হয়ে গেছি। (মুরব্বী সাহেব) বলেন, সাইমন সাহেব যখন আমাকে এ কথা বলেনতখন তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েপড়ে। তিনি শুধুমাত্র জামা'তভুক্তই হন নি বরং পরম বীরত্বের সাথে ইসলামের তবলীগও করেন।

আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে কীভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সদাত্মাগণ ইসলামে প্রবেশ করছেন? এ সম্পর্কে স্পেনের আমীর সাহেব লিখেন, জনৈক স্প্যানিশ বন্ধু ফ্রান্সিসকো পিসোস সাহেব দীর্ঘদিন গবেষণার পর ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে মুসলমান হন। ইসলামকে সত্যধর্ম বলে মনে করতেন কিন্তু মুসলমানদের বিশৃংখল অবস্থা দেখে দুশ্চিন্তিত থাকতেন আর এ বিষয়টি অনুধাবন করতেন যে, হযরত আলী (রা.)'র যুগের পর মুসলমানরা আর ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি, ইসলামের কিছু ইতিহাস তিনি পড়েছিলেন। এখন খিলাফত ব্যবস্থাপনার অধীনেই (মুসলমানরা) পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। (কিন্তু) খিলাফত ব্যবস্থাপনা তিনি কোথায় খুঁজবেন। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে আমাদের আহমদী (সদস্য) তারেক সাহেবের সাথে তার যোগাযোগ হয়। তিনি তাকে আহমদীয়াত সম্পর্কে গবেষণা করার পরামর্শ দেন। অতএব তিনি তিন মাস আহমদীয়াত সম্পর্কে গবেষণা করেন আর মন পরিস্কার হওয়ার পর বয়আত করেন। এখন নিয়মিতভাবে জুমু'আ ইত্যাদিতে আসেন।

তাজাকিস্তান নিবাসীএকজন বন্ধু হলেন, খুরুমুভ তুরগান সাহেব। বর্তমানে কিরগিজস্তানে বসবাস করছেন। তিনি বলেন, আমি এখানে কাশগড়ে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

কাজ করি।কর্মস্থলে আহমদী সদস্যরাও রয়েছেন। তিনি কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন। আমি প্রায় তিন বছর তাদের সাথে জামাতের ব্যাপারে কথা বলেছি। তাদের সাথে কথোপকথনের শেষে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে আহমদীয়া জামাতই প্রকৃত ইসলাম। আর ইমাম মাহদী (আ.) -ই মসীহ মওউদ এবং মসীহ নাসেরি তথা হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন। এরপর আমি বয়আত করে আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাই। তিনি দোয়ার অনুরোধ করেছেন যে দোয়া করুন আল্লাহতা'লা আমাকে জামাতের কাজকরার সৌভাগ্য দিন এবং মুত্তাকী বানান এবং বয়আতের দশটি শর্তের ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

রাশিয়ার মোবাল্লেগ আতাউল ওয়াহিদ সাহেব লিখেন, এক যুবককে আল্লাহতা'লা ইসলাম আহমদীয়াতের দিকে আকৃষ্ট করেন। দেড় বছর পূর্বে তার সাথে যোগাযোগ হয়েছিল। এই যুবক একটি ছোট গ্রামের বাসিন্দা আর তার পিতা ধর্ম থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু মারসেলের স্ত্রী খ্রিষ্টান অর্থোডকস এর সাথে সম্পর্ক রাখতেন। এই যুবক মারসেল তার বড় ভাই খ্রিষ্টান কিন্তু তার পিতার জাতীয়তার কারণে তার মনোযোগ ইসলামের দিকে নিবদ্ধ হয়। তার পিতা পূর্বেই মুসলমান ছিলেন। তিনিও মুসলমানদের সুন্নি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তিনি বলেন, শিক্ষাসম্পর্কে অনেক প্রশ্ন মাথায় আসতো, এর স্থানীয় মৌলভী সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারতো না। এই অস্থিরতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর এর মাঝেই আল্লাহতা'লা ইন্টারনেটের মাধ্যমে আহমদীয়া জামাত রাশিয়ার সাথে তার যোগাযোগ স্থাপন করে দেন। এখানথেকে মারসেল সাহেব তার প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর পাচ্ছেন। তার বক্তব্য হল অনেকস্থান থেকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রকৃত ইসলাম আহমদীয়াতেই পেয়েছেন। অতএব, তিনি বয়আত গ্রহণ করেন।

ফিলিপাইনের মোবাল্লেগ ইনচার্জ বলেন, এখানে একটি দ্বীপ রয়েছে যেখানে ১৩৯ ব্যক্তি বয়আত করেছে। বয়আত গ্রহণকারীদের মধ্যে একটি স্কুলের অধ্যক্ষ এবং দুইজন ইমামও অন্তর্ভূক্ত। চারজন মসজিদের ইমাম বয়আত করে আহমদী হয়ে গেছেন। একটি মসজিদের ইমাম হাজি ঈসার বক্তব্য হলো, তিনি যেই মসজিদের ইমাম এখন সেটি আহমদীয়া জামাতেরই মসজিদ। একজন বন্ধু এই মসজিদ সংলগ্ন কিছু জমি জামাতকে দান করেছেন যেটাতে এই বছর মিশন হাউজ বানানোর পরিকল্পনা রয়েছে যেন স্থায়ীভাবে মোয়াল্লেমের পদায়ন সম্ভব হয়। এই ইমাম সাহেব আর্থিক কুরবানী করেন শুধু অর্থ নেন না। তার দোকান রয়েছে, ব্যবসা রয়েছে, আর্থিক কুরবানীও করেন। একদিন বলেন, আমি একদিন পাঁচশত পেসো আর্থিক কুরবানী করেছি আল্লাহতা'লা আমার ঈমানকে দৃঢ় করার জন্য পরের দিনই আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে এক লক্ষ পেসে উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহতা'লা স্বয়ং এভাবে পবিত্রচেতা লোকদের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

মালির সাকাসো অঞ্চলের মোবাল্লেগ লিখেন, মারওয়ান কোলি বালি সাহেব আহমদীয়া মিশন হাউজে আসেন এবং বলেন, তিনি বয়আত করতে আগ্রহী। তিনি বলেন আমি আহমদীয়া রেডিও আগ্রহের সাথে শুনতাম এবং জামাতের অধিকাংশ কথায় সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু বয়আত করতে মন টানতো না। গতকাল যখন রেডিও শুনতে শুনতে আমার চোখ লেগে যায় তখন স্বপ্নে দেখি আকাশে চাঁদ অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং চাঁদে দুইজন ব্যক্তির ছবি দেখা যাচ্ছে। একটি ছবি বড় এবং একটি ছবি ছোট। নিকটেই দাঁড়িয়ে শিশুরা হৈ চৈ করছে যে ইনি ইমাম মাহদী (আ.) এবং তাঁর খলীফার ছবি তিনি এসে গেছেন। মারওয়ান সাহেব বলেন, এরপর স্বপ্নে তিনি নিকটে দাঁড়ানো এক বয়স্ক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, আপনিও কি ছবি দেখতে পাচ্ছেন? স্বপ্নেই সেই বুযুর্গ নেতিবাচক উত্তর দেন। কিন্তু তিনি বলেন, আমার হৃদয় আশ্বস্ত হয়ে যায় যে আহমদীয়া জামাতই সত্য জামাত যারা ইমাম মাহদীর আগমনের ঘোষণা দিচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খলীফাদের ছবি দেখানো হলে তিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বড়ো ছবি দেখে চিনতে পারেন। পাশে আমার ছবিও ছিল যাদেখে তিনি বলেন, এই ব্যক্তিকেই আমি স্বপ্নে দেখেছি।

স্পেনের আমীর সাহেব লিখেন, এ বছর কার্লোস সাহেব বয়আত করেছেন। তিনি আগেই মুসলমান হয়েছিলেন। তার নাম আবদুস সালাম রাখা হয়েছিল। তিনি স্বপ্নে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে দেখেছিলেন, হুযূর তাকে শান্তির প্রতি আসার আহবান জানিয়েছেন। স্বপ্নের পর তার স্ত্রী তাকে একদিন ইন্টারনেটে কিছু দেখাচ্ছিলেন তখন তার দৃষ্টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবির ওপর পড়ে। তখন তিনি বলেন, ইনিই তো সেই ব্যক্তি যিনি আমাকে স্বপ্নে শান্তির প্রতি আহ্বান জানান। এরপর তিনি আহমদীয়াতের বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং এর কিছুদিন পর পুনরায় স্বপ্ন দেখেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন, আমিই ইমাম মাহদী ও মসীহ। এই স্বপ্নের পর তার হৃদয় আহমদীয়াতের সত্যতা মেনে নেয় কিন্তু বয়আত করেন নি এবং গবেষণা করে যাচ্ছিলেন। তৃতীয় বার পুনরায় তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেনযখন তার (আ.) চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ ছিল। এরপর তিনি দ্রুত জামা'তের সাথে যোগাযোগ করে বয়আত করেন।

বিরোধিদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও নতুন আহমদীরা বিস্ময়করভাবে তাদের ঈমানের দৃঢ়তার প্রমান দেন।

বুরকিনা ফাসোর মেহেদীয়াবাদের একজন নাসের, সাঈদ ওযেকা সাহেব বলেন, যখন আমাদের গ্রামের অধিকাংশ মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন তখন সৌদি আরবে বসবাসকারী আমার এক আত্মীয় পুরোব্যয়ভার বহনকরে আমাকে নিজ খরচে সৌদি আরবে নিয়ে আসেন। সেখানে যাওয়ার পর তিনি আমাকে বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারত করাতে গিয়ে বলেন, এগুলো ইসলামের পবিত্র স্থান। ইসলামের সূচনা এখান থেকে হয়েছিল, পাকিস্তানে নয়। তাই এখানে প্রতিষ্ঠিত ওহাবী আকীদা অবলম্বন কর আর আহমদীয়াত পরিত্যাগ করো। আমি বললাম, তুমি কি এজন্য আমাকে এখানে এনেছো? জবাবে সে ইতিবাচক মাথা নাড়ায়। এরপর আমি বলি, আমি এইপবিত্র স্থানের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দোয়া করছি, আমার জীবনে আহমদীয়াত ছাড়ার মতো কোনো পরিস্থিতি যেন না আসে। কাবা গৃহে আমি এই দোয়া করি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এর পূর্বে ঈমানের অবস্থায় মৃত্যু দিও। কখনো এমন যেন না হয় যে আমি ঈমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবো। তিনি বলেন, এরপর আমি দ্রুত বুরকিনা ফাসো ফিরে আসি। কিন্তু ঐশী তকদীর এমন ছিল যে, তার সেই আত্মীয় অন্য আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে বুরকিনা ফাসো আসলে আলহাজ্ব ইবরাহীম বিদিগা সাহেবের তবলীগে তিনি আহমদীয়্যত গ্রহণ করেন। যাই হোক, তিনি বলেন, যে আমাকে শিকার করতে চাচ্ছিল সে নিজেই আহমদীয়াতের শিকার হয়ে গেল।

বিরোধিতার মাঝেও অবিচলতা সম্পর্কে বুরকিনা ফাসোর আমীর সাহেব বর্ণনা করেন, ডোরি অঞ্চলের মোয়াল্লেম ওমর ডিকো সাহেব বলেন, এক দিন ওয়াহাবী মোল্লাদের একটি দল তার ঘরে আসে এবং আহমদীয়াত পরিত্যাগ করার আদেশ দেয় নতুবা তোমাকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। ওমর ডিকো সাহেব বলেন, আমাকে হত্যা করতে পারো কিন্তু আহমদীয়াত পরিত্যাগ করার প্র শ্নই আসে না আর তবলীগ থেকেও আমি বিরত থাকব না। তবলীগ করা অব্যাহত রাখব। এরপর তারা রাগান্বিত হয়ে চলে যায়। পরের দিন কিছু সশস্ত্র মানুষ তার ঘরে আসে। তখন আহমদী ভাইয়েরা তাকে ডোরিচলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। সেই রাতে মোয়াল্লেম সাহেব তার পরিবারসহ দোয়া করতে থাকেন এবং আল্লাহর কাছে পথ নির্দেশনা চান। মোয়াল্লেম সাহেব স্বপ্নে ইসমাঈল নামে এক ব্যক্তিকে দেখেন। সেই ব্যক্তি বলেন, হে ওমর! তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে উত্তর দেয়,ডোরি যাচ্ছি। জবাবে সেই ব্যক্তি বলেন, ঠিক আছে। অতএব এই স্বপ্ন দেখার পরের দিন সকালে তিনি হিজরত করেন এবং তাকে এক রিকশাচালক নিরাপদে সেখানে পৌঁছে দেন। ডোরি পৌঁছতেই তার স্ত্রীর ফোন আসে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা এসেছেএবং আপনাকে খুঁজছে। এভাবেই আল্লাহতা'লা তার প্রাণ রক্ষা করেন।

নাইজেরিয়ার অওসন স্টেট এর এক গ্রামের অধিবাসী বদর আদরিমীসাহেবের আহমদিয়াত গ্রহণ করার তৌফিক হয়েছে। তিনি কৃষি কাজ করেন এবং আহমদিয়াত গ্রহণ করার পূর্বে গ্রামে আমাদের জামাতের এক বিরোধী গ্রুপেরসক্রিয় সদস্য ছিলেন। সে গ্রামের আহমদীয়া জামাতের মিশনারী সাহেব বলেন, (বদর আদরিমী সাহেবের বক্তব্য) আমাকে জামাত সম্বন্ধে জানালে আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিছুদিন গবেষণা করার পর আমি আহমদিয়াত গ্রহণ করি। বয়আত করার পর গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে তীব্র বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়। আমাকে বলা হয়েছিলযে, তিন মাসের মধ্যে যদি তুমি আহমদিয়াত পরিত্যাগ না করো তাহলে তোমার ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দিব। অনেক দুশ্চিন্তা হল। একদিন আমি ক্ষেতে কাজ করতে যাইতখন প্রচন্ড ঝড় শুরু হয়। তিনি বলেন, আমার নিশ্চিতছিলাম যে, আমি যখন বাসায় ফিরবতখন দেখবো যে আমার ঘর সেই ঝড়ের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। যাইহোক, যখন বাড়িতে পৌঁছলাম তখন দেখলাম যে আমার বাড়ির ডানে বামের সমস্ত ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আনুমানিক ৫০টির অধিক ঘর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র ঘরের ছাদই নয় বরং সমস্ত বাড়ি ঘরই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আর তখন মাথায় বিরুদ্ধবাদীদের সেই কথাও স্মরণ হচ্ছিল যে, যেহেতু তুমি আহমদিয়াত গ্রহণ করেছ এজন্য একদিন যখন তুমি ফিরে আসবে তখন

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

নিজের ঘর বাড়ি ধ্বংস ও বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখবে। আমি দোয়া করি যে, হে আল্লাহ! যদি এ জামাত তোমার জামাত হয়ে থাকে এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেই প্রতিশ্রুত মাহদী হয়ে থাকেন যার শুভসংবাদ মহানবী (সাঃ) দিয়েছিলেন তাহলে আমার ঘরবাড়ি ধ্বংস হতে দিও না। যাইহোক, যখন বৃষ্টি থেমে গেল তখন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম সমস্ত কক্ষ সুরক্ষিত রয়েছে এবং কোন ধরনের ক্ষতি হয়নি।যদিও আশেপাশের সমস্ত ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, এ ঘটনার পর আহমদিয়াতের সত্যতার উপর আমার ঈমান আরো দৃঢ় হয়ে যায় এবং আমি এই দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করি যে, এ জামাত প্রকৃতপক্ষেই একটি ঐশী জামাত। যাই হোক, পৃথিবীর বহু দেশে আল্লাহ তা'লার এই আচরণ অর্থাৎসর্বত্র আল্লাহ তা'লার সাহায্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সাথে দৃশ্যমান হয় যিনি আমাদেরকে সত্যিকার ইসলামের শিক্ষা দিয়েছেন। এসব ঘটনাবলী আহমদীয়া জামাতের সত্যতার সবচেয়ে বড় দলিল। আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহেএসব বিষয় মানুষের ঈমানকে আরো সুদৃঢ় করে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'লা পৃথিবীবাসীরচোখ খুলুন এবং তাদের ঈমান ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ করুন।

এখন কিছু মরহুম ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিচারণ করব। কিন্তু পাশাপাশি এটিও বলে দিচ্ছি যে, বর্তমানে করোনা ভাইরাসপুনরায় বিস্তার লাভ করছে; এজন্য এ বিষয়ে লোকজনের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

মরহুমদের স্মৃতিচারণেপ্রথমে মুকাররম পীর জিয়াউদ্দিন সাহেবের সহধর্মিনী মোকাররমা আমাতুল হাদী সাহেবার কথা উল্লেখ করা হবে। ইনি হযরত ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের (রা.) কন্যা ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে৯২ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার পুত্র পীর শাব্বির আহমদ ইসলামাবাদের নায়েব আমিরএবং ব্রিগেডিয়ার দাবির আহমদ ফজলে ওমর হাসপাতালের এডমিনিস্ট্রেটর (প্রশাসক)। তিনি অবসরের পরে ওয়াকফ করেছেন। তার দুইজন কন্যা রয়েছে। তার পুত্র লিখেছেন, আমরা ভাই-বোনরা ছোটকাল থেকেই আমাদের মাকে সর্বদা নামায এবং কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত এবং নিয়মিত চাঁদা প্রদানকারী পেয়েছি। এমটি এ দেখা তার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস ছিল। জামাতি বিভিন্ন তাহরিকেতিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতেন। তাহরিকে জাদিদের দফতর আউয়ালের নিয়মিত চাঁদাদাতা ছিলেন। ১৯৭১ সালে পাক-ভারতযুদ্ধে আমাতুল হাদী সাহেবার স্বামী ব্রিগেডিয়ার জিয়াউদ্দিন সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে বা বর্তমান বাংলাদেশ অবস্থান করছিলেন। সেখানেই তিনি লম্বা সময় অতিবাহিত করেন। পীর দবির সাহেব বলেন আমার মা এবং ছোটো বোনও সেখানে ছিল। কিছুদিন পর মা এবং ছোটো বোনকে বাবা পাঠিয়ে দেন কিন্তু তিনি দুশ্চিন্তায় থাকতেন অথচ কখনো নিজের দুশ্চিন্তা বাচ্চাদের কাছে প্র কাশ করতেন নাবরং আমাদেরকে সাহস যোগাতে থাকতেন আর ছয় মাস পর ব্রিগেডিয়ার সাহেব সেখান থেকে ফিরে আসেন। ঈদে সর্বদা এ উপদেশ দিতেন যে, গরীবদের খেয়াল রাখো, তাদেরকে ঈদী দাও। হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এ প্রতি বছর দুবার বড়ো অঙ্কের অর্থ প্রে রণ করতেন যার উল্লেখ ডাক্তার নূরী সাহেবও করেছেন। কুঁয়া, টিউবওয়েল স্থাপন, বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য, গরীবদের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য (ভূমিকা রাখতেন)। তার মেয়ে আমাতুল কবীর তালআত বলেন, তিনি উচ্চঃস্বরে তিলাওয়াত করতেন, কারো গীবত করতেন না এবং অন্যদেরও এ কাজ থেকে বিরত রাখতেন। খিলাফতের সাথে অনেক ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। নিয়মিত এমটিএ দেখতেন, খুতবা শুনতেন এবং আমাদেরকে সর্বদা বুঝাতেন যে, জামা'তের বইপুস্তক পাঠের অনেক উপকারিতা রয়েছে। তার নিজেরও এতে অনেক আগ্রহ ছিল এবং অধ্যয়নরত বই সর্বদা তার শিথানে রাখা থাকত। অনেক মিশুক এবং সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তি ছিলেন। তার দৌহিত্রী বলেন, আমরা যখনই কুরআন করীমের নতুন কোনো সূরা মুখস্থ করতাম তিনি আমাদেরকে পুরস্কার দিতেন, উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, ফজরের নামাযের পর নিয়মিত তাসবীহ ও দীর্ঘ দোয়া করতেন এবং আমাকেও এরূপ করার উপদেশ প্রদান করতেন। সকালে কাজকর্ম সেরে কুরআনের তফসীর পড়তেন। হাদীকাতুস সালেহীন পড়তেন, রূহানী খাযায়েন পড়তেন, তারপর নাস্তা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমাসুলভ ও অনুগ্রহের আচরণ করুন, পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবংতার পুণ্যসমূহ তার বাচ্চাদের মাঝেও অব্যাহত রাখুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ শ্রদ্ধেয় সাকেব কামরান সাহেবের যিনি আমাদের ওয়াকেফে যিন্দেগী এবং নায়েব উকীল অডিও ভিডিও ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৪২ বছরবয়সে ঐশী তকদীর অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেছেন। ডাক্তারদের ধারণা হলো, ফুড পয়জনিং (বা খাদ্যে বিষক্রিয়া) হয়েছে। কিন্তু এ দুঃখজনক ঘটনাও ঘটেছে যে, সাকেব সাহেবের মৃত্যুর প্রায় ৪৫ মিনিট পূর্বে তার এক ছেলে আরেফ কামরান সাহেব মৃত্যুবরণ করেছিলেন যে-কিনা একই খাবার খেয়েছিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সাকেব কামরান সাহেবের প্রপিতামহ হযরত চৌধুরী মওলা বখশ সাহেব গুরুদাসপুর জেলার তালওয়ান্ডি ঝুমলা নামক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। কামরান সাহেব ওয়াকফ করেন, জামেয়াতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে পাশ করে বিভিন্ন স্থানে পদায়িত ছিলেন। তাকে আল্লাহ্ তা'লা এক মেয়ে এবং দুই ছেলে সন্তান দান করেছেন। রোমেসা কাশেফার বয়স ১৭ বছর, গালেব কামরানের বয়স ১৩ বছর এবং তৃতীয় সন্তানযে ছেলে ছিল, সে তার সাথে মৃত্যুবরণ করেছিল। গোটা পরিবার এতে আক্রান্ত হয়েছিল। বাকিদেরকে আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করেছেন।

জামেয়া পাশ করার পর তিনি নাযারাত ইসলাহ ও ইরশাদ মাকামী-তে নিযুক্তি হয়। অতঃপর হাদীস বিষয়ে গবেষণা করার জন্য তিনি নির্বাচিত হন। এরপর তিনি ওকালত তা'লীম তাহরীকে জাদীদের অধীনে আরবীর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সিরিয়াতে প্রেরিত হন কিন্তু সেখানকার পরিস্থিতি বা অন্য কারণে ফেরত আসেন। তারপরডিসেম্বর ২০১৮ সালে তাহরীকে জাদীদের স্টুডিও চালু হলে তাকে নায়েব উকীল অডিও ভিডিও তাহরীকে জাদীদ-এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং আমৃত্যু তিনি এই পদেই সেবা প্রদান করছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ১৮ বছর সেবা করার সৌভাগ্য দান করেন।

তার মা সাদেকা বেগম সাহেবা বলেন, কামরানের জন্ম ওয়াকফে নও-এর তাহরীকের পূর্বে হয়েছিল। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে আবেদন জানান যে, আমার ছোটো দুই ছেলেকে ওয়াকফে নও-এর অন্তর্ভুক্ত করে দিন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাবে.) তার আবেদন গ্রহণ করেন এবং অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

তার স্ত্রী বলেন, তিনি অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন যা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। সচেতনতার সাথে নামায আদায় করতেন, খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন, জামা'তের আমানতের সুরক্ষাকারী, আত্মীয়দের সাথে নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপনকারী, যত্নবান এবং জামা'তের প্রত্যেকের প্রতি সহমর্মীছিলেন আর চেষ্টা থাকত যেন নিজের সন্তানদেরও উত্তমরূপে তরবিয়ত করা যায়।

তার মা-ও লিখেছেন, কুরআন করীমের এই নির্দেশ, "নিজ পিতামাতার সামনে 'উফ' পর্যন্ত বলো না" অনুসারে সে উঁচু আওয়াজে কথা বলত না। অন্যের গোপনীয়তা রক্ষাকারী এবং দপ্তরের গোপন বিষয়াদির সুরক্ষাকারী ছিলেন। তার স্ত্রী বলেন, আমরা বাইরে থেকে কোনো কথা শুনে তাকে জিজ্ঞেস করতাম যে, এই এই আলোচনা হচ্ছে বলুন তো কী? তখন তিনি বলতেন, এটি আমানত, আমি তোমাদেরকে কিছু বলতে পারব না। বাজামা'ত নামায আদায়ের প্রতি গভীর মনোযোগ ছিল। সন্তানদেরও উপদেশ দিতেন এবং স্ত্রী-সন্তানদের খেয়াল রাখা ও তাদের চাহিদা পূর্ণ করার বিষয়েসর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। সমস্ত আত্মীয়ের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল।

তার কন্যা রোমেসা বলেন, আমার পিতা অত্যন্ত বিনয়ী, পুণ্যবান, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, অনুগত এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন। তরবিয়ত করার অসাধারণ পদ্ধতি ছিল। চোখের ইশারায় কথা বুঝিয়ে দিতেন। সর্বদা উত্তম তরবিয়ত করার চিন্তায় মগ্ন থাকতেন এবং সর্বদা বলতেন, তোমরা ওয়াকফে নও। তাই নিজের এই (উৎসর্গের) কথা স্মরণ রাখবে। তিনি বলেন, অনেক কথা আমি তাকে জিজ্ঞেস করে নিতাম, সেগুলোর জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হতেন না যেরূপ পরিস্থিতিই হোক না কেন।

রোহান আহমদ মুরুব্বি সিলসিলা যিনি বর্তমানে কারাবন্দি আছেন তিনি বলেন, আমি তার প্রশিক্ষণ এবং নিগরানিতে দীর্ঘ সময় কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। সর্বদা এক স্নেহশীল বন্ধুর ন্যায় আমাকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি কোমল স্বভাবের, উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং সর্বোত্তম নেতৃত্ব দানকারী ছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান জামা'তের সেবক ছিলেন। তার দানশীলতা এবং সহানুভূতিশীলতা অতুলনীয় ছিল।

এই কারাবন্দিদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের দ্রুত মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন এবং মরহুমের সাথে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা এবং কৃপার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার উত্তরাধিকারীদের, স্ত্রী সন্তানদের ধৈর্য ও সাহস প্রদান করুন এবং তার সন্তানদের মাঝে তার পুণ্য অব্যাহত রাখুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ কোতোনো বেনীনের প্রফেসর ডাক্তার মুহাম্মদইসহাক দাউদা সাহেবের। তিনিও কিছুদিন পূর্বে ষাট বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি বেনীনের দাউদা বংশের ছিলেন যারা বেনীনে সর্বপ্রথম আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিল। বেনীনের সর্বপ্র থম আহমদী মুকাররম মরহুম যিকরুল্লাহদাউদ সাহেব তার বড়ো চাচা ছিলেন। তার পিতা মরহুম ঈসা দাউদ সাহেব তাহিয়াত বেনীনের নায়েব আমীর ছিলেন। ১৯৮০ সালে তিনি যখন ছাত্র ছিলেন তিনি মরহুম যিকরুল্লাহ দাউদ সাহেবের তবলীগে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তার বড়ো চাচার সাথে তার পিতা তবলীগ করতে থাকেন এবং কিছুদিন পর তার তবলীগে তার মা এবং পিতাও আহমদী হন। ২০২২ সালে সেনেগালের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিদ্যায় পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। এরপর ফেরত এসে বেনীনে প্রাকো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। নিজ যোগ্যতায় অনেকে

দেশীয় এবং বিদেশী কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করতেন। দীর্ঘ সময় খোদ্দামুল আহমদীয়া বেনীনের সদর হিসেবে সেবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ছাত্রজীবনেই তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন এবং বেনীনের আহমদীদের মাঝে প্রাথমিক পর্যায়ের, বরং লিখিত আছে, তিনি সর্বপ্রথম মূসী হওয়ার সম্মান লাভ করেছেন।

তার স্ত্রী রেহানা দাউদ সাহেবা যিনি এখন লাজনা ইমাইল্লাহর ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত তিনি বলেন, আমি বিয়ের পর আমার স্বামীর তবলীগে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি। তিনি আমাকে ইয়াসসারনাল কুরআন এবং এরপর কুরআন মজীদ পড়িয়েছেন। অত্যন্ত পুণ্যবান ও ধার্মিক মানুষ ছিলেন, মানুষের কষ্ট লাঘবকারী, গরীবের সাহায্যকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জামা'তের কাজের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন। আমাকে স্মরণ করাতেন আর বলতেন, ঘরে কুরআন করীম পাঠ করতে থাকো যেন আমাদের ঘরে আল্লাহ্ তা'লার রহমত বর্ষিত হয়।

তিনি আরো বলেন, ইউনির্ভাসিটিতে তিনি যখন নায়েব ডীন পদে নিযুক্ত হন তখন একদিন এক মহিলা কান্না করতে করতে তার কাছে আসেন আর বলেন, আমার কন্যা ফেল করছে, তাকে পাশ করিয়ে দিন। সে যদি পাশ না করে তাহলে আমার স্বামী তার ফিসও দিবে না আর তাকে মারধরও করবে। সেই মহিলা বড়ো অংকের অর্থ নিয়ে এসেছিলেন আর বললেন, এগুলো আপনি রেখে দিন। তিনি বলেন অর্থ দিয়ে যদি পাশ হওয়া যেত তাহলে গরীবরা তো কখনোই পাশের মুখ দেখবে না। তিনি বললেন, তুমি যে অর্থ ঘুষ হিসেবে নিয়ে এসেছ তা তুমি এটি নিজের কাছেই রাখো পরন্তু আমি তোএকজন আহমদী, তাই আমি এ কাজ করতে পারি না। এমনটি করো, তুমি এ থেকেই ফিস দিয়ে দিও আর যদি কম পড়ে তাহলে আমি আরো অধিক ফিস দিয়ে দিব। কিন্তু এই যে আবেদন, ঘুষ নিয়ে পাশ করানো– এটা সম্ভব নয়। যাহোক, তিনি সেই অর্থের থলি সেখানে রেখে চলে যান। পরে তার স্ত্রী দেখান যে, একটি থলে পড়ে আছে, তিনি তা উঠিয়ে হিসাব রক্ষকের কাছে নিয়ে যান, সেখান থেকে ঠিকানা নিয়ে সেই মহিলার বাড়িতে যান আর সেই মহিলা জিজ্ঞেস করেন আপনাকে আমার ঘরের ঠিকানা কে দিয়েছে, কেননা আপনি তো আমাকে চিনেন না। তিনি বলেন, আমাকে ইউনিভার্সিটির একাউনটেন্ট দিয়েছে। যাহোক, তিনি হিসাব রক্ষকের কাছে যান এবং তাকে অর্থ দেন আর তাকে বলেন,তাকে যেন অর্থ ফেরত দেওয়া হয়। এ বিষয়ে ইউনিভার্সিটির মিটিং ডাকা হয় আর সেখানে এই সমস্ত বিষয় উত্থাপন করা হয়। সেখানে যে–সকল প্রফেসর বা এক্সিকিউটিভ যারা একত্রিত হয়েছিলেন তারা বলেন, তিনি তো তিন লাখ ফ্রাঙ্ক নিয়ে এসেছিলেন, এখানে তো দেড় লাখ রয়েছে, সেখান থেকে হিসাব রক্ষকই নয়ছয় করেছিলেন। যাহোক, তার বিরোধিরা চাচ্ছিলেন তার বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ দায়ের করে তাকে নায়েব ডীনের পদ থেকে অপসারণ করতে কিন্তু এতে তারা সফল হন নি। ইউনিভার্সিটির লোকেরা এবং অন্যান্য বন্ধুরাও পরবর্তীতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। সর্বদা নিজ এলাকার গরীব বিধবাদের খোঁজখবর রাখতেন। কারো কারো ঘর মেরামত করে দিতেন। সন্তানদের স্নেহ করতেন আর প্রত্যেক সদস্যকে ভালোবাসতেন। মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিচারণের জন্য প্রাকো ইউনিভার্সিটির কৃষি বিভাগের বেশ ক'জন প্রফেসর এসেছিলেন, বিভাগের ইনচার্জ প্রফেসর ড. ইব্রাহিম বলেন, তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং সৎ মানুষ ছিলেন।ইউনিভার্সিটিতে 'পাপা বুনর' নামে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'পাপা বুনর' ফ্রান্স শব্দ, যার অর্থ প্রত্যেককে বরকত দানকারী। প্রত্যেক সাহায্যপ্রার্থীকে যা পকেটে থাকত তা দিয়ে তাকে সাহায্য করতেন, কখনো রিক্ত হস্তে বিদায় করতেন না। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ছিল।

মহানবী (সা.), হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খিলাফতের প্রতি ইসহাক দাউদ সাহেবের অসাধারণ ভালোবাসা ছিল। মহানবী (সা.)-এর প্রতি তার ভালোবাসা এমন ছিল যে, তিনি দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ্! মহানবী (সা.)-এর বয়স ৬৩ বছর, তাই এর চেয়ে অধিক আয়ু আমাকে দিও না।'

একজন মুবাল্লিগকে তিনি বলেছেন, তিনি ফ্রান্সে গিয়েছিলেন হার্টের সার্জারির জন্য, তিনি হৃদরোগি ছিলেন। তখন তার হাতে 'আলাইসাল্লাহু'র আংটি পরা ছিল, ডাক্তার যখন তা খুলতে চাচ্ছিলেন তখন তিনি বলেন, এই আংটি খুলবেন না, এটি আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমার সাথে থাকবে, কেননা এটিই আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যা আমি সর্বদা স্মরণ রাখি।

সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত আমীর ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ মিয়া কমর বলেন, আমি যখন প্রাকোর রিজিওন মুবাল্লিগ ছিলাম, (তখন দেখেছি) যতটাই তিনি বেতন পেতেন শুরুতেই নিজের ওসিয়্যত এবং অন্যান্য চাঁদা একটি খামে ভর্তি করে মসজিদে নিয়েআসতেন আর বলতেন, আমার রশিদ কেটে দিন। সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন এবং প্রত্যেক বিপদ ও সমস্যার সময় এটিই বলতেন যে, আমি দোয়া করছি আর যুগ খলীফাকেও দোয়ার জন্য লিখেছি, আল্লাহ্ তা'লা সহজ করে দিবেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ছাড়াও দুই কন্যা এবং দুই পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। বড়ো কন্যা স্নেহের মুকসেদা দাউদা কৃষিতে পিএইচডি করছেন। দুই পুত্র রাকিব দাউদা এবং মাসরূর দাউদা কম্পিউটারের ওপর পড়াশোনা করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরকেও তাদের পিতার পথে পরিচালিত করুন আর মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন। নামাযের পর নামাযে জানাযা পড়ানো হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আঁ হযরত (সা.) বলেন, 'যিকর এর মজলিসগুলি হল জান্নাতের বাগান।'

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তোমাদের অস্তিত্ব ভিন্ন হয়ে তোমরা এক নতুন জীবন যাপনকারী মানুষ হয়ে ওঠ। তোমরা যা কিছু পূর্বে ছিলে এখন তা আর যেন না থাকে। "

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া গ্রীস এর বাৎসরিক ইজতেমা (২০২২) উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বিশেষ বার্তা

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া গ্রীস এর সদস্যবর্গ।

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু

আমি একথা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে আপনারা আপনাদের বাৎসরিক ইজতেমার আয়োজন করার তৌফিক লাভ করছেন। এই উপলক্ষ্যে আমাকে বার্তা প্রেরণের অনুরোধ জানানো হয়েছে। আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা এই ইজতেমাকে আপনাদের জন্য বরকতমণ্ডিত করুন এবং এর শুভ পরিণাম প্রকাশ করুন। আমীন।

আল্লাহ্ তা'লা বিরাট অনুগ্রহ যে, জামাত সর্বত্র ইজতেমা আয়োজনের তৌফিক পাচ্ছে যা একজন আহমদীর জন্য আশিস ও কল্যাণের কারণ হয় আর হওয়া উচিত। কেননা, এক বিশেষ পরিবেশে এবং কেবল ধর্মীয় উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া, আল্লাহ্ তা'লার যিকর করার জন্য একত্রিত হওয়া, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একত্রিত হওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাকে আকর্ষণ করে। আঁ হযরত (সা.) একবার বলেছিলেন, হে মানবমণ্ডলী! জান্নাতের বাগানসমূহে বিচরণের চেষ্টা কর। সাহাবাগণ এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানতে চেয়ে বলেন, জান্নাতের বাগান বলতে কি বোঝায়? আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'যিকর এর মজলিসগুলি হল জান্নাতের বাগান।' (সুনান আত তিরমিযি,কিতাবুদদাওয়াত)

অতএব, যে সব মজলিসগুলির সঙ্গে জান্নাতের বাগানের পথগুলি যুক্ত রয়েছে নিশ্চয় সেগুলি বরকতমণ্ডিত মজলিস হয়ে থাকে।

আমাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে,তিনি এই যুগে যে ব্যক্তিকে পৃথিবীর বিশ্বাসগত ও কর্মগত সংশোধনের জন্য প্রেরণ করেছেন, আমরা তাঁর মান্যকারী।হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর উদ্দেশ্য হল মানব প্রকৃতিতে এক বিপ্লব সাধনের মাধ্যমে হৃদয়কে আলোকিত করা এবং সেই অন্ধকার দূর করা যা চৌদ্দশ বছর ধরে মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। অতএব, আমাদের আত্মসমীক্ষা করা দরকার যে, আমরা নিজেদের কর্মগত মানকে সমুন্নত করার চেষ্টা করছি? এটা দেখা দরকার যে,আমাদের কর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মাঝে সংঘাত নেই তো? ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার এবং নারা ধ্বনি উচ্চকিত করা সাময়িক আবেগের বহিঃপ্রকাশ নয় তো? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে জামাত প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিলেন তা এমন মানুষদের জামাত ছিল যা খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী হবে এবং নিজেদের ইবাদতের রক্ষাকারী হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, ' এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তোমাদের অস্তিত্ব ভিন্ন হয়ে তোমরা এক নতুন জীবন যাপনকারী মানুষ হয়ে ওঠ। তোমরা যা কিছু পূর্বে ছিলে এখন তা আর যেন না থাকে। "

(মালফুযাত,২য় খণ্ড,পৃ: ১৯৫)

অতএব আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত ইজতেমায় এই অংশগ্রহণ যেন আমাদের দুর্বলতাসমূহকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে আমাদের মাঝে বিপ্লব আনয়নকারী হয়।

এখানে আগমণকারীদের প্রথমত যিকরে ইলাহির প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত, কেননা তা খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি এবং তাঁর কৃপা অন্বেষণের জন্য জরুরী। এবং দ্বিতীয়ত সব সময় একথাটা মাথায় রাখা জরুরী যে, আমরা সেই সব পুণ্য অর্জন এবং তা অবলম্বনকারী হই এবং ভবিষ্যতে সেগুলিকে নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করতে পারি যার আদেশ খোদা তা'লা দিয়েছেন। আমরা যেন কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী না হই বরং আমাদের মধ্যে কর্মগত পরিবর্তনও যেন পরিলক্ষিত হয়। আর যেমনটি আমি বলেছি, লোকে যেন বলে এ তো একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এই আশিসময় সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে নিজেদের সংশোধন করার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার এবং আল্লাহ তা'লার সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি করার তৌফিক দান করুন। আমীন। জাযাকুমুল্লাহ্ ।

ওয়াসসালাম খাকসার

(মির্যা মসরূর আহমদ)

খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ২০ জানুয়ারী, ২০২৩)

ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী শুধু এই কেনিয়া কিম্বা আফ্রিকা মাহাদেশেই নয় বরং সমগ্র বিশ্বে কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিত্য নতুন পথ সন্ধান করতে থাকা উচিত।

মনে রাখবেন, পৃথিবীর সমস্যাবলীর সমাধান এবং বিশ্ব শান্তি কেবল খিলাফত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে অর্জিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমি আহমদীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, এমটিএ বেশি বেশি করে দেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন এবং এর থেকে উপকৃত হোন। বিশেষ করে আমার খুতবা এবং বিভিন্ন সময়ে দেওয়া ভাষণসমূহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলি অবশ্যই দেখুন।

মনে রাখবেন, এম.টি.এ হল খিলাফতের সঙ্গে আহমদীদের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

জামাত আহমদীয়া কেনিয়ার জলসা সালানা (২০২২) উপলক্ষ্যে ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত আমীরুল মোমেনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আ.) এর বিশেষ বার্তা

জামাত আহমদীয়া কেনিয়ার প্রিয় সদস্যগণ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতাহু

আমি একথা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে, আপনারা ১০ ও ১১ই ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে নিজেদের সালানা জলসার আয়োজন করছেন। আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের জলসাকে সর্বোচ্চ সফলতা দান করুন আর আপনারা এই অনন্য ও বিশেষ আধ্যাত্মিক সমাবেশে অংশগ্রহণের কারণে অশেষ আধ্যাত্মিক আশিস ও কল্যাণ লাভ করুন।

প্রত্যেক আহমদী জানে যে, আমাদের জলসা, যার জন্য আপনারা আরও একবার কেনিয়ায় একত্রিত হয়েছেন, এই জলসা যে কোন দেশে অনুষ্ঠিত হোক না কেন, এটা কোন জাগতিক লাভ বা বিনোদনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত হয় না। বরং আমাদের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে উপকৃত হওয়া এবং চারিত্রিক ও নৈতিক সংশোধন করার চেষ্টা করা। আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে এই সুন্দর ধর্ম যার উপর আমরা ঈমান আনি, অর্থাৎ ইসলামের বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং এর চিত্তাকর্ষক আদেশ ও শিক্ষামালাকে নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করার এবং এর মাধ্যমে হুকুকুল্লাহ্‌র পাশাপাশি হুকুকুল ইবাদতের কর্তব্য পালন করা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'এ জলসায় এমনসব সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সুগভীর জ্ঞানের কথা শোনানোর আয়োজন থাকবে যা ঈমান, দৃঢ় বিশ্বাস ও ধর্মীয় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য অপরিহার্য। এছাড়া সেসব বন্ধুর জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা হবে এবং তাদের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগও দেওয়া হবে আর পরম দয়ালু খোদার দরবারে যথাসাধ্য আকুতি জানানো হবে, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং নিজের জন্য মনোনীত করেন আর তাদের মাঝে যেন পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেন। এছাড়া এসব জলসার আরেকটি বাড়তি লাভ যা হবে তা হল, প্রতি বছর যেসব নতুন নতুন ভাই জামা'তে যোগ দিবেন তারা নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে তাদের পুরনো ভাইদের চেহারা দর্শন করবেন, আর একে অপরের সাথে পরিচিত হয়ে পারস্পরিক ভালবাসা ও হৃদ্যতার বন্ধনে ক্রমাগতভাবে উন্নতিলাভ করবেন। আর যে ভাই এ সময়ের মধ্যে নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যাবেন, এ জলসায় তার জন্য ক্ষমা চেয়ে দোয়া করা হবে। এছাড়া সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আর তাদের স্বভাবগত শুষ্কতা, পারস্পরিক দূরত্ব ও কপটতা দূর করার জন্য মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত খোদা তা'লার দরবারে সদয় মিনতি জানানো হবে। আর এ ঐশী জলসায় আরও অনেক আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও উপকার নিহিত রয়েছে যা ইনশাআল্লাহুল কাদীর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ পেতে থাকবে।"

(রূহানী খাযায়েন, চর্তুথ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫১, ৩৫২ এবং মজমুআয়ে ইশতিহারাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০)

অতএব আপনাদের উচিত জামাতের উলেমাদের বক্তব্যগুলি শোনা। মনে রাখবেন, বক্তারা অত্যন্ত পরিশ্রম করে নিজেদের বক্তব্য প্রস্তুত করেন, তাই সেগুলি মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। এটা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যে, আমাদের উলেমাগণ গবেষণার মাধ্যমে খোদার বাণী অর্থাৎ কুরআন করীম, হাদীস এবং আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নতের উপর ভিত্তি করে নিজেদের বক্তব্য প্রস্তুত করেন, এছাড়াও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর লেখনীর আলোকেও সেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভাণ্ডারকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেন।

অতএব, এই জলসায় অংশগ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত একজন উন্নত আহমদী হওয়া এবং নিজেদের মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন এনে খোদা তা'লার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন-

'খোদা তা'লার এই জামাতকে তৈরী করার উদ্দেশ্য হল সেই প্রকৃত মারেফাত যা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং যে প্রকৃত তাকওয়া ও পবিত্রতা বিরল হয়ে পড়েছে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।' (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৭৭-২৭৮)

এর পাশাপাশি আপনাদেরকে খিলাফতে আহমদীয়ার ঐশী ব্যবস্থাপনার গুরুত্বকেও সম্যকরূপে অনুধাবন করা উচিত যা অশেষ নেয়ামতরাজির উৎস। খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে আপনাদের গভীর ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয় আর সব সময় বিশ্বস্ততা ও অনুরাগের সম্পর্ক রাখা উচিত। মনে রাখবেন, পৃথিবীর সমস্যাবলীর সমাধান এবং বিশ্ব শান্তি কেবল খিলাফত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে অর্জিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমি আহমদীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, এমটিএ বেশি বেশি করে দেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন এবং এর থেকে উপকৃত হোন। বিশেষ করে আমার খুতবা এবং বিভিন্ন সময়ে দেওয়া ভাষণসমূহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলি অবশ্যই দেখুন। মনে রাখবেন, এম.টি.এ হল খিলাফতের সঙ্গে আহমদীদের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের জন্য তবলীগ করা আবশ্যক। আপনাকে নিজের তবলীগী প্রচেষ্টায় সব সময় তৎপর থাকতে হবে আর ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী শুধু এই কেনিয়া কিম্বা আফ্রিকা মাহাদেশেই নয় বরং সমগ্র বিশ্বে কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিত্য নতুন পথ সন্ধান করতে থাকা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে জলসার উদ্দেশ্য পূরণ করার তৌফিক দান করুন আর নিজেদের জীবনে যথার্থ পরিবর্তন আনয়নের,পুণ্যকর্ম, চারিত্রিক ও নৈতিক সংশোধন এবং ইসলাম ও মানবতার সেবার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা আপনাদের সঙ্গে থাকুক। জাযাকুমুল্লাহ।

ওয়াসসালাম খাকসার

(মির্যা মসরূর আহমদ)

খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

১২৮ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৯, ৩০ ও ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৩ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

১১ পাতার পর.....

আল্লাহ্ তা'লার শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর জীবনী

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ মুসলেহ্ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন যে, উক্ত পুত্রসন্তান নয় বছরের মধ্যে জন্মলাভ করবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জন্মের পূর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ঔরসে আরেক পুত্র সন্তান জন্ম নেয় এবং সেই পুত্র শৈশবেই মৃত্যুবরণ করে। তখন শত্রুরা অনেক আনন্দিত হয় যে, মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কথা কখনও ভুল হতে পারে না এবং এ ভবিষ্যদ্বাণী তো আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই করা হয়েছিল।তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সবুজ রঙের কাগজে একটি ইশতেহার ছাপিয়েছিলেন যাকে 'সবুজ ইশতেহার' বলা হয়। সেখানে তিনি (আ.) লেখেন, মুসলেহ্ মাওউদ-এর নাম এলহামী পরিভাষায় 'ফযল' রাখা হয়েছে আর দ্বিতীয় নাম 'মাহমুদ' এবং তৃতীয় নাম 'বশিরে সানি' আর এক এলহামে তার নাম 'ফযলে ওমর' বলে প্রকাশ করা হয়েছে।পণ্ডিত লেখরাম যে-কিনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ঘোর বিরোধী ছিল, সে তার ইশতেহারগুলোতে লিখেছেযে, 'তিন বছরের মধ্যে তার সব সন্তান মারা যাবে এবং তার কোন সন্তান জীবিত থাকবে না।' কিন্তু তার কথা ভুল ও মিথ্যা প্রমানিত হয়েছে এবং আম্মাজান তথা হযরত নুসরত জাহাঁ বেগম সাহেবার গর্ভে ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯ সালে রাত দশ বা এগারটার মাঝামাঝি সময়ে হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব (রা.) জন্মগ্রহন করেন। উল্লেখ্য হযরত মসীহ্ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ২৫মাওউদ (আ.)-এর সাথে হযরত নুসরত জাহাঁ বেগম সাহেবার বিবাহ-ও খোদা তা'লার এলহাম অনুযায়ী হয়েছিল। আর সেই বিবাহের ফলে হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব ছাড়াও আরও সন্তান জন্ম নেয়। তাদের মাঝে যারা দীর্ঘজীবন লাভ করেছেন তাদের নাম যথাক্রমে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব, হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব, হযরত নবাব মোবারাকা বেগম সাহেবা এবং হযরত সৈয়দা আমাতুল হাফিয সাহেবা। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর আকীকা ১৮৮৯ সালের ১৮ জানুয়ারি জুমুআর দিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর যে হাজ্জাম তাঁর চুল ছাঁটেন তার নাম ছিল 'দিনা'।

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) শৈশব থেকেই বেশ অসুস্থ থাকতেন। দুই বছর বয়স থেকে বারো বা তেরো বছর বয়স পর্যন্ত কখনও অনেক বেশি কাশি হত, কখনও জ্বর হত, কখনও গুটলি ফুলে বলের ন্যায় হয়ে যেতো। ডাক্তার বলতো যে, এ ছেলের বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দীর্ঘায়ু প্রদান করার এবং তাঁর দ্বারা অনেক বড় বড় কাজ করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাই ডাক্তারদের নিরাশা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং নিজ কৃপায় তাঁকে রক্ষা করলেন। সত্যি বলতে, রাখে আল্লাহ্, মারে কে! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং হযরত আম্মাজান (হযরত নূসরত জাহাঁ বেগম সাহেবা) তাঁর তরবিয়তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন যেন সঠিক তরবিয়তের ফলে তিনি একজন উত্তম মু'মিন হতে পারেন এবং তাঁর মাঝে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী যেন সৃষ্টি হয়। তাই তাঁর তরবিয়ত করতে গিয়ে ছোট ছোট বিষয়ের দিকেও খেয়াল রাখা হত। এখানে আমি আপনাদেরকে তেমনই দু'একটি ঘটনা বলছি।

* একদা শৈশবে তিনি একটি তোতা পাখি শিকার করে নিয়ে আসলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, মাহমুদ! এর মাংস হারাম তো নয় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সব প্রাণী খাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেন নি। কতক সুন্দর প্রাণী দেখার জন্য, কতকের আওয়াজ আল্লাহ্ তা'লা সুরেলা বানিয়েছেন যেন আমরা তাদের সুর শুনে আনন্দিত হই। অর্থাৎ শৈশবেই তাঁকে বলা হয়েছিল যে, কিছু জিনিস হারাম তো নয় কিন্তু সেগুলো খাওয়া আমাদের প্রিয় নবী (সা.) পছন্দ করেন নি।

* একবার হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবকে যিনি তাঁর ছোট ভাই ছিলেন, বললেন, বশীর! বলতো, জ্ঞান উত্তম জিনিস নাকি সম্পদ? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পাশেই বসেছিলেন, যখন তিনি (আ.) এটি শুনলেন, তখন বললেন, বাবা মাহমুদ! তওবা কর, তওবা কর। না জ্ঞান ভাল না সম্পদ, খোদার কৃপা-ই হল সর্বোত্তম জিনিস। আর এভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ আদরের সন্তানের মস্তিষ্কে শৈশব থেকেই এই চেতনা ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে, যদি খোদা তা'লার কৃপা না হয় তাহলে জ্ঞান এবং সম্পদ কোনটাই কোন কাজের না, কেননা যদি সেই জ্ঞান এবং সম্পদ দিয়ে খারাপ কাজ করা শুরু হয় তাহলে তা মন্দ বলেই পরিগণিত হয়।এমনইভাবে আরও একটি ঘটনা আছে।

* একদা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ঘরের ভিতরে পাখি ধরছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, মিয়া! ঘরের পাখি ধরতে হয় না। যার মাঝে দয়া নেই তার মাঝে ঈমান নেই। এ কথাগুলো দিয়ে বুঝা যায় যে, কীভাবে ছোট ছোট কথায় তাঁর তরবিয়তের প্রতি দৃষ্টি রাখা হত।

শৈশব থেকেই তিনি অনেক মেধাবী ছিলেন।

*একবার তিনি বাচ্চাদের সাথে খেলা করছিলেন। হযরত হেকীম মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেব (খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল) সেখান দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি খুব আদরের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, মিয়া আপনি খেলছেন? হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) উত্তরে বললেন, বড় হলে আমিও কাজ করব। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র চার বছর।

? এমনইভাবে একবার তিনি এক ছেলের সাথে ঘরে খেলা করছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৯ বছর। খেলতে খেলতে তিনি এমনিতে একটি বই হাতে নিয়ে খুললেন যেখানে লেখা ছিল যে, জিবরাইল এখন আর অবতীর্ণ হয় না। তিনি (রা.) বললেন, এটা ভুল কথা, আমার আব্বার প্রতি তো অবতীর্ণ হয়! সেই ছেলে বলল যে, না জিবরাইল এখন আর আসে না কেননা এ কিতাবে এমনটিই লেখা আছে। উভয়ে নিজ নিজ কথার ওপর অটল থাকে। সেই ছেলে বলছিল, এখন জিবরাইল আর আল্লাহ্‌র পয়গাম নিয়ে আসে না, আর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলছিলেন- আসে। অবশেষে তারা উভয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং নিজেদের বিতণ্ডার বিষয়টি বলে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, বইয়ে ভুল লেখা আছে, জিবরাইল এখনও আসে।এমনই ছোট ছোট বিষয়, যা দ্বারা তাঁর শৈশবের জ্ঞান ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

(তারীখে আহমদীয়াত চতুর্থ খণ্ড থেকে সংগৃহীত)

****

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন: আমরা কি পাকিস্তানী নাটক দেখতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, দেখতে পারেন, যদি অশালীন না হয়। পাকিস্তানী নাটক ভারতীয় নাটকের চেয়েও জঘন্য হয়ে গিয়েছে। আর এর মাঝে এমন সব বিজ্ঞাপন আসে যা তরবীয়তের ক্ষেত্রে কুপ্রভাব ফেলে। অতএব সেই সব নাটক দেখতে পার, যেগুলি শালীনতার মধ্যে পড়ে এবং যেগুলিতে শিক্ষনীয় বিষয় থাকে। যা তোমাদের উপর কুপ্রভাব ফেলে, মা-বাবার অবাধ্য হয়ে ওঠ, বড়দেরকে সম্মান করতে ভুলে যাও- এমন নাটক দেখো না। তাই শালীন ও শিক্ষনীয় নাটক দেখতে পার। কোন অস্বস্তিকর দৃশ্য বা বিজ্ঞাপন এসে পড়লে তৎক্ষণাৎ চ্যানেল পাল্টে দেওয়ার বা বন্ধ করে দেওয়ার তৎপরতা তোমাদের থাকা চায়।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নামাযের সময় নষ্ট করো না, যথা সময়ে নামায পড়ো। নিয়মিত কুরআন করীম তিলাওয়াত কর এবং কোন না কোন ধর্মীয় পুস্তক পড়ো। সারা দিন নাটক দেখা, ইন্টারনেটে বসে থাকা কিম্বা অন ডিমান্ড চ্যানেলে অনুষ্ঠান দেখা ঠিক নয়।

প্রশ্ন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কাউকে বলেছিলেন যে তিনি নবী এবং আহমদী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেই যুগেই নিজের নবী হওয়ার বিষয়ে লিখেছেন এবং বলেছেন যখন খোদা তা'লা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত না খোদা তা'লা তাঁকে বলেছেন, তিনি লেখেন নি কিম্বা কোন ঘোষণাও করেন নি। আর যতদূর আহমদী নাম উল্লেখের বিষয়টি রয়েছে, এবিষয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন, আঁ হযরত (সা.)-এর দুটি নাম- মহম্মদ এবং আহমদ। জামাতের নাম আহমদী হওয়ার উপলক্ষ্য এভাবে তৈরী হয়েছে যে প্রত্যেক দশ বছর অন্তর আদমসুমারী সম্পন্ন হয়। ১৯০১ সালে যখন ভারতের আদমসুমারি হল, সেই সময় হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আত গ্রহণকারীরা যেন অন্যান্য মুসলমানদের থেকে পৃথক প্রকাশ পায়, এই উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ধর্মের জায়গায় তাদেরকে আহমদী মুসলমান লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই তাঁর অনুসারীরা আহমদী হিসেবে পরিচয় লাভ করল।

লাজনা ইমাউল্লাহ্ আয়ারল্যাণ্ড -এর ন্যাশনাল মজলিসে আমলার সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বৈঠক।

দোয়ার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করেন।

লাজনার নায়েব সদরকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি ন্যাশনাল আমেলা বা কার্যসমিতিতে কি হিসেব আছেন? কেননা নায়েব সদরের কাছে কোনও একটি বিভাগ থাকাও জরুরী। যাতে সদর লাজনা উত্তর দেন যে তিনি স্থানীয় সদর লাজনা পদেও রয়েছেন।

ওয়াকফে নও সেক্রেটারী সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার বলেন, লাজনাদের ন্যাশনাল কার্যসমিতিতে ওয়াকফে নওয়া সেক্রেটারীর তো কোন পদ নেই। হুযুর আনোয়ার বলেন, তাঁকে সহকারি-সদর হিসেবে নিয়োগ করুন আর ওয়াকফাতে নও সংক্রান্ত কাজে লাগান।

সেক্রেটারী তবলীগকে হুযুর আনোয়ার (আই.) তবলীগি কার্যক্রম এবং লিফলেট বিতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মিনা বাজার প্রসঙ্গেও জিজ্ঞাসা করেন এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল কি না। যার উত্তরে সদর লাজনা বলেন, তারা সেই এলাকায় আছে যেখানে ঘর ভাড়ায় নেওয়া হয়, মানুষকে মিনা বাজারে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয় যাতে বেশি করে লোক আসে আর কেনাকাটার পাশাপাশি জামাতের সঙ্গে পরিচয় বৃদ্ধি পায়। মিনা বাজার তবলীগের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। আমরা সেখানে তবলীগ কর্ণার তৈরী করে থাকি, যেখানে বই এবং অন্যান্য লিটারেচর রাখি। মিনা বাজারে পর্দার রীতি বজায় রেখে লাজনার সদস্যারা লিফলেট বিতরণ করে থাকে।

জলসা সালানার ইতিকথা

তারিখে আহমদীয়াতের পাতা থেকে

প্রথম জলসা সালানার ভিত্তি

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'আসমানী ফয়সালা' পুস্তকে প্রস্তাবিত আঞ্জুমানের রূপরেখা দাঁড় করানোর লক্ষ্যে অধিক চিন্তা-ভাবনা করার দিকনির্দেশনা দিয়ে জামা'তের বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলেন, তারা যেন ১৮৯১ সালের ২৭ ডিসেম্বর কাদিয়ানে এসে সমবেত হয়। সেই মোতাবেক ২৭ তাং জামা'তের বন্ধুরা মসজিদে আকসা'তে এসে একত্রিত হন। যোহর নামাযের পর অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। প্রথমে মাওলানা আব্দুল করিম সিয়ালকোটী সাহেব (রা.) হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সদ্যলিখিত 'আসমানী ফয়সালা' পুস্তকটি পড়ে শুনান। এরপর প্রস্তাব আহবান করা হয় যে, কে কে আঞ্জুমানের সদস্য হবে এবং এই কার্যক্রমের সূচনা কীভাবে হবে? উপস্থিত বন্ধুরা সমস্বরে প্রস্তাব দিল- সর্বপ্রথম এই প্রবন্ধ প্রকাশ করা হোক এবং বিরোধীদের প্রতিক্রিয়া বুঝে উভয়পক্ষের পছন্দের লোকদেরকে মনোনয়ন দেয়া হোক। এরপর জলসা সমাপ্ত হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বন্ধুরা করমর্দন করেন। এটি ছিল জামা'তে আহমদীয়ার প্রথম ঐতিহাসিক মিলনমেলা এবং প্রথম সালানা জলসা যেখানে ৭৫জন বন্ধু অংশগ্রহণ করেন।

(তারীখে আহমদীয়াত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৪০) স্থায়ীভাবে জলসা সালানা অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্তহযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৯১ সালের জলসার অনতিপরে ইশতেহারের মাধ্যমে জামা'তের সকল সদস্যকে এই মর্মে সুসংবাদ দেন যে, আগামীতে প্রতি বছর ২৭, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর জামা'তের জলসা সালানা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।১৮৯২ সাল ও তৎপরবর্তী জলসার সংক্ষিপ্ত বিবরণপূর্বোক্ত ঘোষণা অনুযায়ী পরবর্তী বছর তথা ১৮৯২ সাল থেকে স্থায়ীভাবে এই জলসা সালানা চলতে থাকে। এই সিলসিলা পূর্ণ সফলতার সাথে আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। ১৮৯২ সালের জলসা'কে বড় জলসা বলা হয়। এ বছর প্রাচীরের অভ্যন্তরে তথা বর্তমান সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া অফিসভবনের পার্কিং-এ জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর মসজিদে আকসায় জলসা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। প্রথম খিলাফতের সময় গোড়া থেকে ৫বছর (১৯০৮-১৯১২সাল) পর্যন্ত মসজিদে আকসাতেই জলাসা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত মোট ১১ বছর 'মসজিদে নূর'-এ জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মোট ২৩ বছর যোগদানকারীর অধিক্যের কারণে কাদিয়ানের 'তা'লীমুল ইসলাম কলেজ'-এর মাঠে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ার বছর তথা ১৯৪৭ সালের জলসা পুনরায় মসজিদে আকসায় অনুষ্ঠিত হয়।

দেশ বিভাগের পূর্বে তথা ১৯৪৬ সালে খলীফার অংশগ্রহণে কদিয়ানে ভারতবর্ষের জলসা সালানায় উপস্থিতি ছিল প্রায় ৩৯ হাজার ৭৮৬ জন ব্যক্তি।

মোটকথা সেই কাদিয়ানের জলসার ধারাবাহিকতায় আজও বিশ্বব্যাপী এক'শতের অধিক জামা'তে জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে শতসহস্র আহমদী ও অ-আহমদী সদস্যগণ অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অংশ নিয়ে থাকে।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত যুগ-খলীফার উপস্থিতিতে পাকিস্তানে সালানা জলসা চলমান ছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের লাহোরে প্রথম জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়।

হিজরতের পর অর্থ, বাসস্থান এবং পরিবেশগত ব্যাপক সমস্যার সত্ত্বেও স্বল্পপরিসরে লাহোরের রতনবাগে এই জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত জলসায় লাহোরের বাইরে থেকে কেবলমাত্র দুই হাজার বন্ধু'র আগমনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং মহিলাদের অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল না। এ বছর ২৭, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর যথারীতি জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কাদিয়ানের বাইরে এটি ছিল প্রথম জলসা। জলসায় উপস্থিতি ছিল প্রায় ৬হাজার।

পরবর্তী বছর থেকে কেন্দ্র রাবওয়াতে স্থানান্তরিত হয়ে গেলে সেখানে প্রতিবছর জলসা হতে থাকে। রাবওয়াতে নতুন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে। সেই বছর ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর লাহোরে জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নতুন কেন্দ্রের পূর্ণ প্রস্তুতি না থাকায় ১৯৪৮ সালের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালের ১৫ ও ১৬ই এপ্রিল। উক্ত জলসা অনুষ্ঠিত হয় রাবওয়ার রেলস্টেশনসংলগ্ন মাঠে। জলসায় উপস্থিতি ছিল প্রায় ১৬ হাজার। এরপর এভাবেই রাবওয়াতে জলসা হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে জলসায় লোকসমাগম বাড়তে থাকে। ১৯৮৩ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর উপস্থিতিতে পাকিস্তানে সর্বশেষ জলসা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে লোকসমাগম ছিল ২লক্ষ ৭৫হাজারেরও অধিক। এরপর পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে জলসা সালানায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় আর সরকারী বিধি-নিষেধের কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) হিজরত করে পাকিস্তান থেকে লন্ডন চলে যান এবং সেখানে কেন্দ্র স্থাপন করেন।

১৯৮৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) হিজরত করে লন্ডন চলে গেলে সেখানেই জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এটি বহাল থাকে। এরপর আরেক পরাশক্তি দেশ আমেরিকায় খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর উপস্থিতিতে ১৯৮৯ সালে ৪১তম আন্তর্জাতিক জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয় যা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এই জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইউনিভার্সিটি অফ মেরীল্যান্ড বাল্টিমুরে। এরপর ১৯৯১ সালে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কাদিয়ানে ঐতিহাসিক সফরে আসেন এবং ১০০তম সালানা জলসায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯৯১ সালে প্রথমবারের মত জলসা সালানা ইংল্যান্ডে প্রদত্ত যুগ-খলীফার বক্তৃতা সরাসরি MTA-তে সম্প্রচার করা হয়। এরপর থেকে প্রতি বছর যে জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয় তা যুগ-খলীফার উপস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিক জলসা পরিগ্রহ করে। একইসাথে আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের আহমদী সদস্যরা আন্তর্জাতিক জলসা দেখার সৌভাগ্য লাভ করছে। এছাড়া এবছর তথা ২০২১ সালে এসে ইন্টারনেটের কল্যাণে পৃথিবীর অনেকগুলো দেশ লাইভ স্ট্রিমিং-এর মাধ্যমে সরাসরি জলসায় অংশগ্রহণের স্বাদ পেয়েছে।

প্রতিবছর এই জলসায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বয়আত অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। জামা'তের সদস্যরা পূর্বকৃত দোষত্রুটি স্বীকার করে নবজীবনে পদার্পণ করার ব্রত হিসেবে যুগ-খলীফার হাতে হাত রেখে বয়আত করে থাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বৃটেনের জলসা সালানায় প্রথমবার আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন যার মাধ্যমে বিশ্বে সকল প্রান্ত থেকে নতুন ও পুরোনো আহমদীরা তওবা ও ইস্তেগফারের ঘোষণার মাধ্যমে খলীফার সাথে বয়আতের অঙ্গীকারনামা পাঠ করে। যদিও এই বরকতময় জলসা ১৮৯১ সালে কাদিয়ানে ডিসেম্বর মাসের সুযোগ-সুবিধা মাথায় রেখে শুরু হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে সারা পৃথিবীতে প্রতিটি দেশ নিজস্ব আবহাওয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের জলসার দিন ধার্য করে এবং তদনুযায়ী জলসা উদ্‌যাপন করে থাকে।

প্রত্যেক আহ্‌মদী সদস্য জলসায় অংশগ্রহণ এবং জলসার বক্তব্য শ্রবণ করাকে অতিব গুরুত্বপূর্ণ জানে ও মানে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, এই জলসার ভিত্তি রেখেছিলেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), তাই তাঁর একটি বাণী এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য আর তা হল: "এ জলসায় এমনসব সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সুগভীর জ্ঞানের কথা শোনানোর আয়োজন থাকবে যা ঈমান, দৃঢ় বিশ্বাস ও ধর্মীয় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য অপরিহার্য। এছাড়া সেসব বন্ধুর জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা হবে এবং তাদের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগও দেওয়া হবে আর পরম দয়ালু খোদার দরবারে যথাসাধ্য আকুতি জানানো হবে, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং নিজের জন্য মনোনীত করেন আর তাদের মাঝে যেন পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেন। এছাড়া এসব জলসার আরেকটি বাড়তি লাভ যা হবে তা হল, প্রতি বছর যেসব নতুন নতুন ভাই জামা'তে যোগ দিবেন তারা নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে তাদের পুরনো ভাইদের চেহারা দর্শন করবেন, আর একে অপরের সাথে পরিচিত হয়ে পারস্পরিক ভালবাসা ও হৃদ্যতার বন্ধনে ক্রমাগতভাবে উন্নতিলাভ করবেন। আর যে ভাই এ সময়ের মধ্যে নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যাবেন, এ জলসায় তার জন্য ক্ষমা চেয়ে দোয়া করা হবে। এছাড়া সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আর তাদের স্বভাবগত শুষ্কতা, পারস্পরিক দূরত্ব ও কপটতা দূর করার জন্য মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত খোদা তা'লার দরবারে সদয় মিনতি জানানো হবে। আর এ ঐশী জলসায় আরও অনেক আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও উপকার নিহিত রয়েছে যা ইনশাআল্লাহুল কাদীর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ পেতে থাকবে।"

(রূহানী খাযায়েন, চর্তু খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫১, ৩৫২ এবং মজমুআয়ে ইশতিহারাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০২-৩০৯)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 14 Sep, 2023 Issue No.37

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

২ পাতার পর.....

চ্যালেঞ্জ দেন। কোন পাদ্রীর তাঁর মোকাবেলায় দাঁড়ানোর সাহস ছিল না।

*তিনি পাদ্রীদেরকে দাজ্জাল নামে অভিহিত করেন, এমনকি প্রমাণ করে দেখান যে, সাধারণ মানুষ যে অদ্ভুত-দর্শন প্রাণীকে দাজ্জাল হিসেবে কল্পনা করে, দাজ্জাল তেমন কোন প্রাণী নয়। বস্তুত খৃষ্টান পাদ্রীরাই হল প্রকৃত দাজ্জাল।

* খৃষ্টান রাণী ভিক্টোরিয়াকে তিনি ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি লেখেন- 'যদি মহারাণী আমার দাবির সত্যতার জন্য কোন নিদর্শন দেখতে আগ্রহী হন, তবে আমার বিশ্বাস, এখন থেকে এক বছর পূর্ণ হতে না হতেই সেই নিদর্শন প্রকাশ পাবে। শুধু তাই নয়, আমি দোয়া করি, এই সমগ্র যুগটা যেন নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে ব্যতীত হয়। কিন্তু যদি কোন নিদর্শন প্রকাশ না পায় আর আমি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হই তবে আমি মহারাণীর সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে ফাঁসির শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। আর এই সমস্ত কষ্ট এজন্য যে, যাত আমাদের পরহিতৈষীণি মহারানী সেই আকাশের খোদার কথা মনে পড়ে যার বিষয়ে এই যুগের খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা উদাসীন।'

(তোহফায়ে কায়সেরিয়া, রূহানী খাযায়েন,খন্ড-১২, পৃ: ২৭৬)

* আঁ হযরত (সা.) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আগমণকারী মসীহ ক্রুশ ধ্বংস করবে এবং শূকর বধ করবে, সেই মহান ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সত্যিকার অর্থে ক্রুশীয় মতবাদকে এমনভাবে খণ্ডন করেন যে, সেই আকিদা বর্তমানে গুরত্বহীন হয়ে পড়েছে। বস্তত ক্রুশকে এমনভাবে খণ্ড বিখণ্ডিত করা হয়েছে যে সেটি জোড়া লাগার কোন সম্ভাবনা নেই।

আমাদের বইপুস্তকে এই সব কথাগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে, তাই আমি কেবল ইঙ্গিতে কিছু কথা বর্ণনা করেছি। সেই সব বর্ণনার উপস্থিতিতে যদি এমন আপত্তি করা হয় যে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ ও মাহদী (আ.) কে ইংরেজরা দাঁড় করিয়েছিল, তবে সেই দাবিকে হাস্যকরই বলা যায়। ইংরেজরা কি তাঁকে এই জন্য দাঁড় করিয়েছিল যাতে তিনি তাদের ধর্মের মূল বিশ্বাসকেই উপড়ে ফেলেন? তাদের খোদাকে মৃত বলে প্রমাণ করেন? যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা তাদের পাদ্রীদের অস্থির করে তোলেন? অতএব, এই দাবি ও আপত্তি অত্যন্ত অসার, দুর্বল, মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যে মহান জিহাদ

সালানা জলসা গীতগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

২৭ শে নভেম্বর, ২০২২ রবিবার জামাত আহমদীয়া গীতগ্রামের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় আনোয়ার হোসেন সাহেব, সদর জামাত তালগ্রাম এর সভাপতিত্বে ৩:১৫টায় জলসার প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। মাননীয় হামীদ সুক্তার আলি সাহেব মুয়াল্লিম সিলসিলা, গাঁথলা জামাত তিলাওয়াত করেন। এরপর খুনডাঙ্গার মুয়াল্লিম মাননীয় আশিক হোসেন সাহেব নযম পরিবেশন করেন। এরপর প্রথম বক্তব্য প্রদান করেন বীরভূম জেলার মুবাল্লিগ ইনচার্জ মাননীয় জিয়াউল হক সাহেব। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল আঁ হযরত (সা.)-এর খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক এবং একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মুর্শিদাবাদ জেলার মুবাল্লিগ ইনচার্জ মাননীয় মহম্মদ আলি সাহেব। তিনি বক্তব্য রাখেন 'আর্থিক কুরবানী জামাত আহমদীয়ার বিশেষত্ব' বিষয়ের উপর। মগরিব ও এশার নামাযের পর জলসার দ্বিতীয় অধিবেশ শুরু হয় মুর্শিদাবাদ কান্দি জোনের আমীর মাননীয় আশরাফুল শেখ সাহেবের সভাপতিত্বে। তিলাওয়াত করেন মুয়াল্লিম সিলসিলা মাননীয় শফীকুল ইসলাম সাহেব। এরপর ইব্রাহিম জামাতের খুদ্দাম মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব একটি বাংলা নযম পরিবেশন করেন। এরপর মুবাল্লিগ সিলসিলা মাননীয় জুলফিকার আলি সাহেব বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্ত ছিল 'হযরত মসীহ মওউদ (আ.) الدِّيْنَ وَيُقِيْمُ الشَّرِيْعَةَ এর উপর। এরপর তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযি দপ্তরের প্রতিনিধি মাননীয় আবু জাফর সাদিক সাহেব। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'খিলাফতে আহমদীয়া বিশ্ব শান্তির প্রতিভূ'। এরপর তালগ্রাম জামাতের এক খাদিম মাননীয় তাহের আনোয়ার সাহেব নযম পরিবেশন করেন। অধিবেশনের তৃতীয় বক্তব্য রাখেন কোলকাতার মুবাল্লিগ ইনচার্জ মাননীয় আবু তাহের মণ্ডল সাহেব। সব শেষে খাকসার কৃতজ্ঞতামূলক বক্তব্য রাখে এবং সভাপতি মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। বিপুল সংখ্যা আহমদী ও অ-আহমদী বন্ধুরা জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। জলসার দিন দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিসা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

সংবাদদাতা: নাসিরুদ্দীন মোল্লা, সদর জামাত, তালগ্রাম, মুর্শিদাবাদ)

সালানা জলসা ইব্রাহিমপুর (মুর্শিদাবাদ)

১৯ শে মার্চ, ২০২৩ রবিবার জামাত আহমদীয়া ইব্রাহিমপুরের ৬৯তম বাৎসরিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এক দিবসীয় এই জলসা দুটি অধিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন বীরভূম জেলার আমীর মাননীয় আব্দুল খাবীর সাহেব। মাননীয় হামীদ সুক্তার আলি সাহেব মুয়াল্লিম সিলসিলা, গাঁথলা জামাত তিলাওয়াত করেন এবং বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর ইব্রাহিমপুর জামাতের মাননীয় মুবাশ্বির আমীন সাহেব নযম পরিবেশন করেন। এরপর বাঁকুড়া জেলার মুবাল্লিগ ইনচার্জ মাননীয় সাবির আলি মোল্লা বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'সন্তানদের প্রতিপালনের আলোকে আঁ হযরত (সা.) এর জীবনী।' দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মুর্শিদাবাদ জেলার মুবাল্লিগ ইনচার্জ মাননীয় মহম্মদ আলি সাহেব। তিনি বক্তব্য রাখেন 'আর্থিক কুরবানী জামাত আহমদীয়ার বিশেষত্ব' বিষয়ের উপর। এরপর ভরতপুর জামাতের মাননীয় গিয়াসুদ্দীন সাহেব একটি বাংলা নযম পরিবেশন করেন। এরপর খাকসার (কাযি তারিক আহমদ) ইমাম মাহদীর আবির্ভাব এবং ইমাম মাহদীকে মান্য করা কেন জরুরী' বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখে। এরপর কাশিফ আহমদ (ইব্রাহিমপুর) একটি উর্দু নযম পরিবেশন করেন। এরপর সভাপতি মহাশয়ের ভাষণের মাধ্যমে প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়। মগরিব ও ইশার নামাযের পর মুর্শিদাবাদ কান্দি জোনের আমীর মাননীয় আশরাফুল শেখ সাহেবের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মাননীয় মুশাররফ হোসেন সাহেব মুয়াল্লিম (ভরতপুর) কুরআন করীমের তিলাওয়াত করেন এবং বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর ইব্রাহিম জামাতের খুদ্দাম মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব একটি বাংলা নযম পরিবেশন করেন।এরপর মুর্শিদাবাদ জেলার সাবেক নায়েব আমীর মাননীয় আতাউর রহমান সাহেব বক্তব্য প্রদান করেন, যাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল জামাত আহমদীয়ার উন্নতি এবং ইব্রাহিমপুর জামাতের জলসা। এরপর মালদা জেলার মুবাল্লিগ মাননীয় মহম্মদ সিরাজুদ্দীন সাহেব বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'খিলাফত ও নিযামে জামাতের আনুগত্য ও কল্যাণ'। এরপর ইব্রাহিমপুর ও ভরতপুরের খুদ্দামদের পক্ষ থেকে একটি সমবেত নযম পরিবেশিত হয়। এরপর বক্তব্য রাখেন কোলকাতার মুবাল্লিগ ইনচার্জ মাননীয় আবু তাহের মণ্ডল সাহেব। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল বা-জামাত নামাযের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। এরপর তালগ্রাম জামাতের এক খাদিম মাননীয় তাহের আনোয়ার সাহেব নযম পরিবেশন করেন। এরপর তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযি দপ্তরের প্রতিনিধি মাননীয় আবু জাফর সাদিক সাহেব। তাঁর বক্তব্য ছিল 'কুরআন করীমের তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও কল্যাণ' এর উপর। সব শেষে সভাপতি মহাশয়ের কৃতজ্ঞতামূলক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। জলসায় ৭৫০ আহমদী এবং ৫০০ অ-আহমদী সদস্য অংশগ্রহণ করেন। ইউটিউব এর মাধ্যমে জলসার অধিবেশন লাইভ সম্প্রচারিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন জলসায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আবহাওয়ার দপ্তরের পক্ষ থেকে এইদিনটিতে প্রবল ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। সেদিনই ইব্রাহিমপুরের পাশের গ্রাম তালগ্রাম ও রাজখন্ডে অ-আহমদীদের জলসা বৃষ্টির কারণে পন্ডুল হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশতারা ইব্রাহিমপুরে মেঘমালাকে বৃষ্টি বর্ষণ থেকে আটকে রাখে। অতিথিরা রাতের খাবার খাওয়ার পর যখন নিজের নিজের বাড়ি পৌঁছে যায়, ঠিক সেই সময় বৃষ্টি শুরু হয়। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের আমরা প্রত্যক্ষ সাক্ষী থাকলাম। আলহামদোলিল্লাহ।

(সংবাদদাতা: কাযি তারিক আহমদ,মুবাল্লিগ ইনচার্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ)

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা
ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir